পাক্ষিক

আহমদী

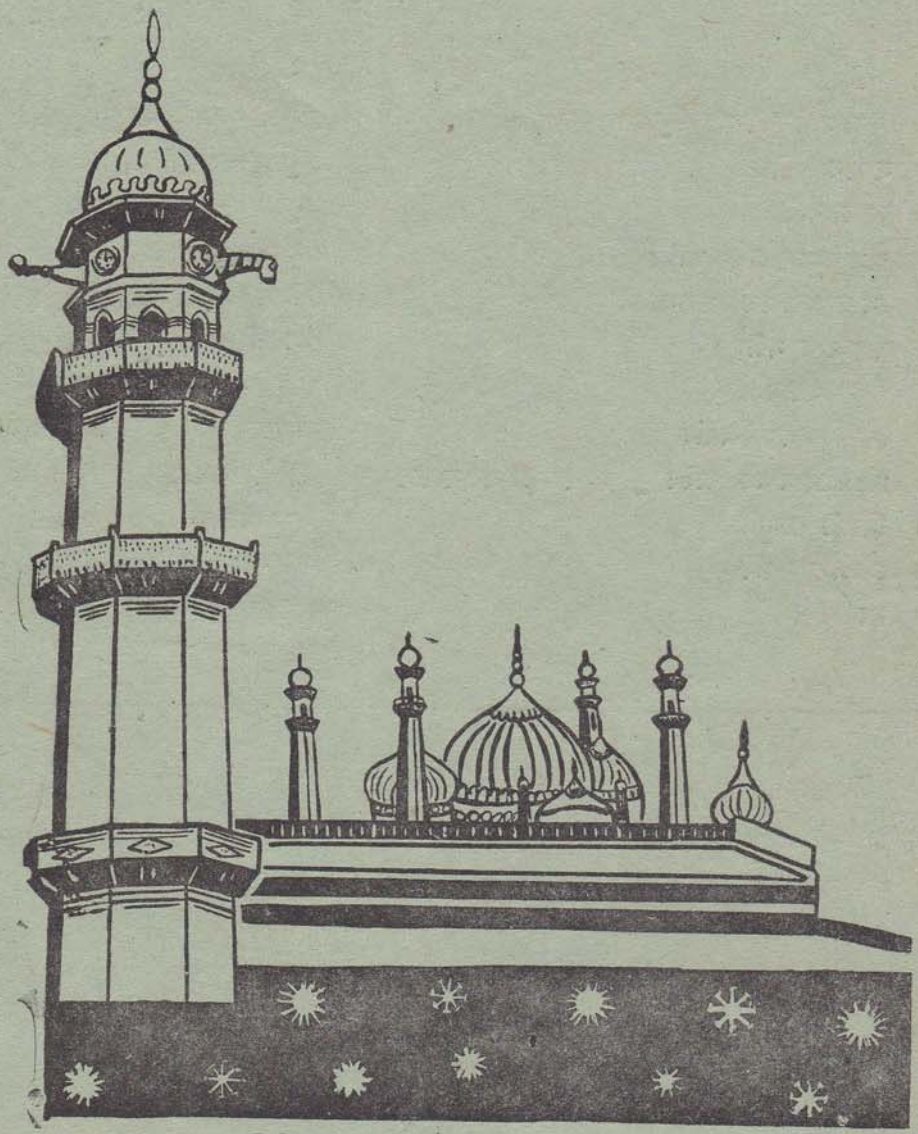

সম্পাদক:—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	৭ম সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৯ :	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

৭ম সংখ্যা
১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৯ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	১৬৯
হাদিস শরীফ	অনুবাদ—বশির আহ্‌মদ	১৭১
অমৃত বাণী	অনুবাদক—মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	১৭৩
আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মাদ	১৭৪
সে কালের তরুণ মোসলেম	দৌলত আহ্‌মদ খাঁ খাদিম	১৮৩
সূর্য রূপ নবী	মোহাম্মাদ আবদুল কাসেম	১৮৪
পথের সন্ধান	শাহ্‌ মোজহারুল হাসান	১৮৫
কোরআনের বৈশিষ্ট্য	সরফরাজ এম, এ, সাত্তার চৌধুরী	১৮৬
চন্দ্রাভিযান এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা সাব্যস্ত	মৌলবী মোহাম্মাদ	১৮৮
হিজরী শামসী	আবু আরেফ মোঃ ইসরাঈল	১৯৩
ছোটদের মহফিল		১৯৬
সংবাদ		

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ঃ ২৩শ বর্ষ ঃ ১৫ই আগষ্ট ঃ ১৯৬৯ সন ঃ ১৫ই যহুর ঃ ১৩৪৮ হিজরী শামসী ঃ ৭ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা রা'দ

১ম রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮। প্রত্যেক স্ত্রীলোক যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায় যাহা হ্রাস করিয়া (পাত করে) এবং যাহা বর্ধিত করিয়া (জন্মায়) আল্লাহ্‌ তাহা সম্যক জানেন। এবং তাঁহার নিকট প্রত্যেক জিনিসেরই একটা (সুনির্দিষ্ট) পরিমাণ আছে।

৯। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য (উভয়ের) জ্ঞাতা, মহান সুউচ্চ

১০। তোমাদের যে ব্যক্তি কথাকে গোপন করে এবং যে উহাকে উচ্চস্বরে বলে এবং যে রাত্রি-কালে লুক্কায়িত থাকে এবং দিবাকালে বিচরণ করে (আল্লাহ্‌র জ্ঞানে) সকলই সমান।

১১। তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে পর্যায়ক্রমে আগমন কারী (ফেরেস্তাগণ) রক্ষীদল আছে। তাহারা আল্লাহ্‌র আদেশে তাহার সংরক্ষণ করে। আল্লাহ্‌ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের (আভ্যন্তরীণ) অবস্থার পরিবর্তন করে। এবং যখন আল্লাহ্‌ কোন জাতির সম্বন্ধে অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন উহার নিবারণ হয় না। এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

১২। তিনিই তোমাদিগকে ভয় এবং লোভের জন্য বিদ্যুতের চমক দেখান এবং ঘন মেঘমালা সৃষ্টি করেন।

১৩। বজ্রনিনাদ তাঁহার প্রশংসার সহিত পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেস্তাগণও তাঁহার ভয় হেতু (ঐরূপ করে) এবং তিনি বজ্র প্রেরণ করেন এবং যাহার উপর ইচ্ছা উহা পাত করেন এমতবস্থায় যখন তাহারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করিতেছে। অথচ তিনি কঠিন শাস্তিদাতা।

১৪। একমাত্র তিনিই প্রার্থনার যোগ্য। তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে আহ্বান করে, তাহারা তাহাদিগকে কোনই উত্তর দেয় না। যেমন কোন ব্যক্তি জলের দিকে তাহার উভয় হাত প্রসারিত করিয়া রাখে যেন জল তাহার মুখে আসে, কিন্তু উহা তাহার মুখে কখনও আসিবে না এবং কাফেরদের প্রার্থনা বৃথাই যাইবে।

১৫। যাহারা আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে আছে তাহারা এবং তাহাদের ছায়া প্রভাতে এবং সায়াহ্নে ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌র বিধান মানিয়া নিতেছে।

১৬। তুমি বল, আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর প্রভু কে? তুমি বল আল্লাহ্‌। (পুনঃরায়) তুমি তাহাদিগকে বল। তোমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন সবকে সাহায্যকারী গ্রহণ করিয়াছ, যাহারা নিজেদের কোন প্রকার উপকার করার অথবা অপকার দূর করার কোন ক্ষমতা রাখে না? তুমি বল, অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান কি সমান হইতে পারে? অথবা অন্ধকার এবং আলো কি সমান হইতে পারে? অথবা তাহারা কি এমন সবকে আল্লাহ্‌র শরীক করিয়া লইয়াছে, যাহারা তাঁহার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করিয়াছে। অনন্তর তাহাদের নিকট ঐ সৃষ্টি একাকার হইয়া গিয়াছে। তুমি বল, আল্লাহ্‌ই প্রত্যেক পদার্থের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই অদ্বিতীয় পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৭। তিনি মেঘ হইতে জল বর্ষণ করেন। অনন্তর নদী সমূহ তাহাদের বিস্তৃতি অনুযায়ী প্রবাহিত হয়। অতঃপর জল প্রবাহ ভাসমান ফেনপুঞ্জকে বহন করিয়া চলে। এবং তাহারা অলঙ্কার এবং অন্য তৈজসপত্র প্রস্তুত করার জন্য যে ধাতুকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করে তাহাতে ঐ প্রকার ফেন (খাদ) হয়। এইভাবেই আল্লাহ্‌ সত্য এবং অসত্যের প্রভেদকে বর্ণনা করেন। পরন্তু ফেন (বা খাদ) পরিত্যক্ত হইয়া চলিয়া যায় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে তাহা পৃথিবীতে টিকিয়া থাকে এইভাবেই আল্লাহ্‌ দৃষ্টান্তগুলি বর্ণনা করেন।

১৮। যাহারা তাহাদের প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়াছে, তাহাদেরই জন্য সফলতা এবং যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় নাই (তাহাদের অবস্থা এমন হইবে) যদি তাহারা পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের মালিক হইত এবং সেই পরিমাণ উহার সঙ্গে থাকিত, অবশ্যই তাহারা (নিজেদের মুক্তির জন্য) ঐ সমস্ত বিনিময় দিয়া দিত। তাহাদের জন্য জঘন্য শাস্তি (নির্ধারিত) রহিয়াছে। তাহাদের বাসস্থান দোযখ এবং উহা অতি কুৎসিত নিবাস। (ক্রমশঃ)

★

হাদিস শরীফ

নামায

ইহার শর্ত এবং ইহার আদব

অনুবাদক—বশির আহ্‌মদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

১

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম সঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে যদি কেউ নামাযের ইমাম হয়, তার কর্তব্য নামায বেশী দীর্ঘ না করা। কেননা নামযীদের মধ্যে দুর্বল ও বৃদ্ধরাও থাকে। তাহাদের খেয়াল রাখা দরকার এবং যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেউ একা নামায পড়ে, তখন সে নামায যত ইচ্ছা দীর্ঘ পড়িতে পারে।

(বুখারী)।

২

হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, অনেক সময় আমি নামায পড়িতে দাঁড়াই এবং ইহাই ইচ্ছা থাকে যে নামায দীর্ঘ পড়াই, কিন্তু যখন আমি কোন শিশুর কান্না শুনিতে পাই, তখন আমি নামায সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলি, এই ভয়ে যে, তার মাতা চঞ্চল এবং চিন্তিত না হয়। (বুখারী)।

৩

হযরত উক্‌বা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের নামাযে শামিল হই না, কেন না সে নামাযকে দীর্ঘ করে। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন যে, আমি সেই সময় রসুল করীম (সাঃ)-কে যতটা রাগান্বিত দেখিয়াছি, কখনও কোন ওয়াজের সময় ততটা রাগান্বিত দেখি নাই। তিনি বলিলেন, হে মণ্ডলী ; তোমাদের মধ্যে হইতে কিছু লোক এই রকম আছে যাহারা মানুষের জন্য ঘৃণা এবং বিরক্তের কারণ হইয়া দাড়ায়, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি ইমাম হইবে সে যেন নামাযকে দীর্ঘ না করে কেননা তার ইমামতিতে বহু দুর্বল, বৃদ্ধ, শিশু ও কাজের মানুষ রহিয়াছে। (বুখারী)।

৪

হযরত এতবান বিন্ মালেক (রাঃ) (যিনি বদর যুদ্ধে শামিল হইয়াছিলেন) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি আমার গোত্র বনি সালেমকে নামায পড়াইতাম। আমার ঘর এবং কবিলার ঘরগুলির মধ্যস্থলে একটি বড় নালা ছিল। যখন বৃষ্টি হইত তখন সেই নালা পার হইয়া নামায পড়াইতে যাওয়া আমার জন্য দুষ্কর হইয়া পড়িত। এতবান (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম, আমার দৃষ্টি শক্তি কম এবং আমার কবিলার ঘরগুলির এবং আমার ঘরের মধ্যবর্তী স্থলে একটি বড় নালা রহিয়াছে যখন

বৃষ্টি হয় তখন উহা পার হওয়া আমার জন্য দুষ্কর হইয়া যায়। আমার বাসনা যে, হুযুর স্বয়ং আমার ঘরে আসেন এবং নামায আদায় করেন যাতে আমি সেই জায়গাকে আমার নামায আদায় করার স্থান বানাইয়া লইতে পারি। রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, হাঁ আমি আসিব। অতঃপর পরের দিন যখন সূর্য ভাল ভাবে উদয় হইয়া গেল, রসুল করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার বাড়ীতে আসিলেন এবং ভিতরে আসিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। আমি তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানাইলাম। তিনি ভিতরে আসিয়া বসিবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি ঘরের কোন অংশ নামাযের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিতে চাও। আমি নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইলাম। রসুল করীম (সাঃ) সেইখানে দাঁড়াইলেন এবং তকবীর বলিলেন, আমরাও তাঁহার পিছনে কাতার বানাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি দুই রা'কাত নামায পড়িলেন এবং দোয়া করিলেন। তাঁহার জন্য "হারিরা" (আরবের এক প্রকার খাদ্য) তৈয়ার করা হইতেছিল। আমি তাঁহাদের দাওয়াত কবুল করিবার জন্য দরখাস্ত করিলাম। তাঁহারা দাওয়াত কবুল করিলেন। এরই মধ্যে মহল্লার লোকেরা শুনিল যে, রসুল করীম (সাঃ) আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। এই কারণে অনেক লোক জমা হইয়া গেল এবং ঘরে বেশ ভীড় হইয়া গেল। এক ব্যক্তি বলিল, বাড়ীর মালিক কোথায়? তাহাকে দেখা যাইতেছে না! অন্য একজন বলিল, সে'ত মোনাফেক। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের সঙ্গে কোন প্রকারের মহব্বত রাখে না। হুযুর (সাঃ) বলিলেন, এই রকম কথা বলিও না। তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, সে ইহার অঙ্গিকার করে এবং সে এই কথা শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য মানিয়া থাকে। অতঃপর সেই ব্যক্তি বলিল আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল বেশী ভাল জানেন। আমরা দেখিয়া থাকি যে, সে মুনাফেকদের সাথে বেশী মিলামেশা করিয়া থাকে এবং তাহাদের সাথেই বেশী কথা-বার্ত্তা বলিয়া থাকে। অতঃপর তিনি বলিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দোযখের আগুন হারাম যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ইহা অঙ্গিকার করিয়া থাকে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া কোন উপাস্য নাই। (মুসলিম)।

(চলবে

অমৃত বানী

অনুবাদক—**মাহমুদ আহমদ**

তাকওয়া ব্যতিত কোরআনের জ্ঞান উদঘাটিত হয় না, এবং ইহার জন্য সরল অন্তকরণে তওবা করা জরুরী।

পূর্ণ বিনয়ের সহিত যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহ্-তায়ালার আদেশ পালন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয় না।

প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের শান্তি ও আনন্দ এবং যদ্বারা আত্মার প্রয়োজন পূরণ হয়, উহা কোরআনেই নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্ বলিয়াছেন هدى للمتقين এবং অন্যত্র বলিয়াছেন لا يمسه الا المطهرون ইহার অর্থ ঐ সকল ধার্মিক বা মোত্তাকীগণ যাহা هدى للمتقين এ বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইহা হইতে স্পষ্টরূপে প্রতিয়মান হইতেছে যে, কোরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্য তাকওয়ার শর্ত্ত অপরিহার্য। জাগতিক জ্ঞান এবং কোরআনের জ্ঞান অর্জনের মধ্যে ইহাই বিরাট পার্থক্য। জাগতিক রীতিনীতির জ্ঞান লাভের জন্য ধর্মপরায়ণতা বা নিষ্টার শর্ত নাই। ব্যাকরণশরীর বিদ্যা, দর্শন, জ্যোতিষ বিদ্যা এবং চিকিৎসা বিদ্যা অর্জনের জন্য নামাজ, রোজা এবং অন্যান্য ঐশী আদেশ পালন অপরিহার্য কর্তব্য নহে এবং উহা এমনও নহে যে, তাহা অর্জনের জন্য নিজের প্রত্যেক কথা ও কাজ আল্লাহ্তায়ালার আদেশ অনুসারে করিতে হইবে, পরন্তু কোন কোন সময় এমনও দেখা গিয়াছে যে, জাগতিক জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ এবং সন্ধানীরা তাহাদের প্রতিপালকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং নানা প্রকারের অন্যায় ও দুষ্কর্মে লিপ্ত। বর্তমানে জগতের সম্মুখে এক বিরাট অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। যদিও ইউরোপ এবং আমেরিকা পার্থিব জ্ঞানে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে এবং বর্তমানে নূতন নূতন আবিষ্কার করিতেছে, তথাপি তাহাদের আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক অবস্থা অত্যন্ত লজ্জাকর। বিলাতের নগরোদ্যান এবং প্যারিসের পাপনিবাস সম্পর্কে যাহা কিছু জানা গিয়াছে আমরা তাহা আলোচনা করিব না। আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং কোরআনের রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে হইলে তাকওয়া বা ধর্মপরায়ণতা প্রথম শর্ত। ইহাতে সরল অন্তকরণে তওবা অত্যাবশ্যকীয়। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ বিনয় ও নম্রতা সহকারে আল্লাহ্তালার আদেশ পালন না করে, এবং তাঁহার মহিমা ও প্রতাপে কম্পিত হইয়া প্রার্থনা করতঃ তৌবা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয় না এবং আত্মা উহার উন্নতির প্রয়োজনীয় সামগ্রী কোরআন শরীফ হইতে লাভ করিতে পারে না, যদ্ধারা হৃদয়ে এক স্বাদ এবং শান্তির সৃষ্টি হয়।

কোরআন শরীফ আল্লাহ্র কেতাব এবং উহার (কেতাবের) জ্ঞানও খোদার হাতে। সুতরাং

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লাঞ্ছনাকারী

আল্লাহ্‌তায়ালার এক নাম مضل লাঞ্ছনাকারী। তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণকে যাহারা লাঞ্ছিত করিতে চাহে, তিনি তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করেন। ইহার দুইটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম।

মক্কার মুশরেকগণ যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও তাহার সাহাবাকে বয়কট, শক্ত উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত করিতেছিল, এবং পথে তাঁহাদের বাহির হওয়া পর্যন্ত বিপজ্জনক ছিল, তেমন সময় একদিন এক বৃদ্ধা তাহার গচ্ছিত অর্থ আবু জেহেলের নিকট হইতে ফেরত লইতে আসিল। আবু জেহেল গচ্ছিত অস্বীকার করিল। বৃদ্ধা বিশেষ বিশেষ নেতৃস্থানীয় কোরেশগণের নিকট এ সম্বন্ধে নালিশ করিয়া কোন ফল পাইল না। কয়েকজন দুষ্ট যুবক অসৎ উদ্দেশ্যে তাহাকে পরামর্শ দিল হযরত রসুল করীম (সঃ)-এর নিকট যাইতে এই বলিয়া যে তিনি হেলফুল ফযুল সঙ্ঘের একজন মেম্বার এবং দুঃস্থকে সাহায্য করা তাঁহাদের কাজ। নবুওত জীবনের পূর্বে তিনি এই সঙ্ঘের একজন মেম্বর ছিলেন। দুঃস্থকে সাহায্য করিতে মেম্বরগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। পরামর্শ-দাতা দুষ্ট যুবকদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। যদি হযরত রসুল করীম (সাঃ) পরিস্থিতিমূলে বৃদ্ধাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে (নউযুবিল্লাহ) প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী আখ্যা দিবে এবং যদি তিনি আবু জেহেলের নিকট যান, তাহা হইলে একদিকে আবু জেহেল যে অপরকে রসুল (সাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের নিপীড়নের সদা প্ররোচনা দিয়া থাকে, এখন সে নিজে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতি কি আচরণ করে তাহা দেখা যাইবে এবং অপরদিকে আবু জেহেল স্বমতে অবিচল থাকিলে, তাহারা তাহার হস্তে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর (নউযুবিল্লাহ)

(অমৃত বানীর অবশিষ্ট্য)

উহা লাভের জন্য তাকওয়া (نرد بان) সোপান স্বরূপ। অতএব কি প্রকারে ঈমানহীন, দুষ্ট পাপাত্মা, পার্থিব ভোগলিপ্সু কোরআনের সম্পদের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে না। ইহার জন্য যদি কেহ নিজেকে মুসলমান বলে ও ব্যাকরণের জ্ঞানে সু-পণ্ডিত হয়, এবং তৎসঙ্গে যদি আত্মার পবিত্রতা লাভের চেষ্টা না করে, তবে তাহাকে কোরআনের জ্ঞান হইতে অংশ দেওয়া হয় না। আমি দেখিতেছি বর্তমানে মানব পার্থিব জ্ঞানের প্রতি খুবই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং পাশ্চত্য জাতি নিজেদের নূতন নূতন আবিষ্কার দ্বারা গোটা দুনিয়াকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানগণ পাশ্চাত্য জাতিকে নিজেদের নেতা এবং ইউরোপের অনুকরণকে উন্নতির পন্থা হিসাবে বরণ করিয়া লইয়াছে।

(মলফজাত প্রথম খণ্ড)

★

লাঞ্ছনা উপভোগ করিতে পারিবে। যখন বৃদ্ধা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট গিয়া বলিল যে, তিনি হেফযুল ফযুলের একজন মেম্বর, এখন তিনি তাহাকে এই বিপদে সাহায্য করিয়া আবু জেহেলের নিকট হইতে তাহার গচ্ছিত অর্থ উদ্ধার করিয়া দিন। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হইল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ফরয। হযরত রসুল করীম (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার আদেশ অনুযায়ী স্বীয় পুরাতন প্রতিজ্ঞামূলে পথের সকল বিপদকে তুচ্ছ করিয়া বৃদ্ধার গচ্ছিত অর্থ উদ্ধার করিতে, তাহার সহিত অবিলম্বে আবু জেহেলের গৃহে গেলেন। তিনি গিয়া আবু জেহেলকে বৃদ্ধার গচ্ছিত অর্থ ফেরৎ দিতে বলিলেন। একে তো তাঁহাকে দেখিয়া আবু জেহেলের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, উহার উপর আবার গচ্ছিত অর্থ ফেরত দেওয়ার তাকিদ দেওয়ায়, দ্বিগুণ ক্রোধে তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল এবং শক্ত কথা বলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে ইহার অবসর পাইল না, তড়িতে তাহার মুখে ক্রোধের চিহ্ন মিলাইয়া গেল এবং সে ভীতি বিহ্বল হইয়া বলিল, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি এখনই এই বৃদ্ধার গচ্ছিত অর্থ আনিয়া দিতেছি। এই বলিয়া গৃহের মধ্যে যাইয়া সঙ্গে সঙ্গে একটি মুদ্রার থলে আনিয়া বৃদ্ধার হস্তে তুলিয়া দিল। বৃদ্ধা আপন অর্থ ফেরৎ পাইয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেল এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-ও নিরুপদ্রবে আপন আলয়ে ফিরিয়া গেলেন। যে সকল যুবক বৃদ্ধাকে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহারা ওৎ পাতিয়া মজা দেখিতে আসিয়াছিল। তাহারা ব্যাপার দেখিয়া আবু জেহেলের নিকট গিয়া তাহাকে তিরস্কার করিল যে, সে অন্যদের প্ররোচনা দেয় অথচ নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া সে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কথা মানিয়া লইল এবং হাতে পাইয়া তাঁহাকে কিছু না বলিয়া ছাড়িয়া দিল। আবু জেহেল লজ্জিত হইয়া উত্তর দিল যে, সে নিরুপায় হইয়াই এরূপ করিয়াছে। সে জানাইল যে যখন সে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে অপমান করিতে উদ্যত হইল, তখন সে দেখিল যে, তাঁহার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান দুইটি লালবর্ণের উট, হিংস্র মূর্তিতে দন্ত বিস্ফারিত করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। ইহাতে নাচার হইয়া বিনা-বাক্যব্যয়ে তাহাকে গচ্ছিত অর্থ ফেরৎ দিতে ও নিষ্ক্রিয় থাকিতে হইয়াছিল। তখন তাহারা বলিল ইহা বানানো কথা কোন উট সেখানে ছিল না। এইভাবে সে আরও লাঞ্ছিত হইল। পক্ষান্তরে এই ঘটনায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল।

বর্তমান যুগেও হযরত মসিহ মওউদ-(আঃ)-এর জীবনে অনুরূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। আল্লাহ্তায়ালা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে জানাইয়াছিলেন।

انی مهین من اراد اهانتک

"যে তোমাকে অপমানিত করিতে চাহিবে, আমি তাহাকে অপমানিত করিব।"

একদা কাদিয়ানে এক আর্য সমাজীর গৃহে বরযাত্রী আসে। উহাদের সঙ্গে একজন মেসমেরাইজার ছিল। সে যখন মেসমেরিজিমের তামাসা দেখাইয়া একজন ব্যক্তিকে নাচাইল। হাসাইল ও কাঁদাইল, তখন আর্য সমাজীদের কেহ কেহ তাহাকে ধরিল, সে যদি (নউযুবিল্লাহ) মির্যা সাহেবকে অর্থাৎ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে মেসমেরাইজ করিয়া ঐরূপ তামাসা দেখাইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার দাবী-দাওয়া সব তুচ্ছ হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য যে আর্য-সমাজীরা মুসলমান তথা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর ঘোর শত্রু ছিল। সকলের কথায় ঐ ব্যক্তি রাজি হইল এবং পরদিন প্রাতে যখন হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) মসজিদে মোবারকে ফজরের নামাজ পড়িয়া বসিয়া দরস দিতে ছিলেন, তখন ঐ মেসমেরাইজারসহ কয়েকজন আর্য সমাজী দল পাকাইয়া মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে সালাম

করিয়া বসিয়া পড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই মেসমেরাইজার হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া তাঁহার উপর মনবল প্রয়োগ করিতে লাগিল। সহসা সে কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু নিজেকে স্থির করিয়া লইয়া আবার সে অধিকতর মনোবল প্রয়োগ করিতে লাগিল। এবার সে আরও জোরে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু এবারও সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর উপর তাহার পূর্ণ মনোবল নিয়োগ করিল। কিন্তু ঐ মনোবল নিয়োগ করা পর্যন্তই সার। সে "বাবারে, ধরলে রে, খেলোরে" বলিয়া উঠিয়া মসজিদ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার সহিত আর্য-সমাজীগণও তাহার কি হইল জানিতে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গেল। ওদিকে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আগাগোড়া নিশ্চিন্তভাবে দরস দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার মধ্যে কোন চিত্ত-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় নাই। আর্য-সমাজীদের এভাবে আগমন ও নির্গমনের কারণ যখন প্রকাশিত হইল, তখন জানা গেল যে, সেই মেস-মেরাইজার যখন হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর উপর প্রথমবার মনোবল প্রয়োগ করে, তখন সে দেখে যে, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্যাঘ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার দেহ কাঁপিয়া যায়। কিন্তু সে নিজেকে সামলাইয়া লয়। দ্বিতীয়বার যখন সে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর উপর অধিকতর মনোবল প্রয়োগ করে, তখন সে দেখিল যে, ব্যাঘ্রটি তাহার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে অধিকতর ভয়ে তাহার দেহ জোরে কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু এবারও সে নিজেকে সামলাইয়া লয়। শেষ বার যখন সে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর উপর তাহার পূর্ণ মনোবল প্রয়োগ করে, তখন সে দেখিল যে, সেই ব্যাঘ্র ভীষণ গর্জন করিয়া তাহার দিকে ঝাঁপাইয়া আসিতেছে। ইহাতে সে প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া পলায়ন করে। এই ভাবে যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত পুরুষকে লাঞ্ছিত করিয়া উপহাসের বস্তু করিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা লাঞ্ছিত ও উপহাসের বস্তু করিয়া ফিরাইয়া দিলেন এবং আপন নবীর মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার এই বিধান তাঁহার নবী ও নবীর জামাতের জন্য আজও সক্রিয় আছে এবং আমরা নিত্য নূতন ইহার জলন্ত নিদর্শন দেখিতেছি।

পূর্ণ জ্ঞানময়

আল্লাহ্‌তায়ালার নাম عليم পূর্ণ জ্ঞানময়। তিনি সব জানেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে, ইহকাল এবং পরকালে, স্বর্গে ও মর্তে, আকাশে এবং পাতালে, আলোকে ও অন্ধকারে, মনে, মুখে এবং আত্মায় যাহা কিছু আছে, ঘটে এবং মুছিয়া যায় সব তিনি জানেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁহার নিকট মহা বর্তমান আকারে বিরাজমান, আলোক এবং অন্ধকার তাঁহার নিকট সদা আলোকময়, দূর এবং নিকট তাহার নখদর্পনে বিরাজমান, প্রকাশিত এবং গোপন সকল বস্তু তাঁহার নিকট সদা প্রকাশিত এবং স্মৃত, বিস্মৃত এবং অনাগত সকল বিষয় ও বস্তু সদা তাঁহার অনাদি ও অনন্ত মহা স্মরণ-ফলকে লিখা। এমনি আমাদের সর্বজ্ঞ প্রভু আল্লাহ্‌। গৌরবোজ্জ্বল কুরআন আল্লাহ্‌তায়ালার মহান স্মরণ-ফলকে রক্ষিত গ্রন্থ।

بل هو قران فى لوح محفوظ

'না, ইহা গৌরবময় কোরআন, সুরক্ষিত ফলকে রাখা।" (সুরা বুরুজ)।

পবিত্র কুরআন অফুরন্ত মধুতে ভরপুর এক তুলনাবিহীন মৌচাকের ন্যায়। ইহার যে কোন স্থানে স্পর্শ মাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার অসীম ও অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়ে। পবিত্র কুরআনের

এক একটি শব্দ, অক্ষর ও আকার ইকার পর্যন্ত জ্ঞানের জ্যোতিতে সহস্র সহস্র বৎসরের পথকে আলোকিত করিয়া দেয়।

পবিত্র কুরআন হইতে এখন আমি দুইটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিব, যদ্বারা উজ্জ্বলতম দিবালোকের ন্যায় ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ এবং তাঁহার জ্ঞান ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে অবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

الـم ○ ذالك الكتاب لاريب فيه ج هدى للمتقين *

পবিত্র কুরআনের উদ্বোধনী সুরা "আল-ফাতেহার" পরে সুরা বকর আরম্ভ হইয়াছে।

"আমি আরম্ভ করিতেছি আল্লাহ্র নামে, যিনি রহমান এবং রহীম। সেই গ্রন্থ; ইহার মধ্যে কোন ত্রুটী বিচ্যুতি নাই; পথ প্রদর্শক পরহেযগারগণের জন্য।"

এখানে তিনটি আয়াত আছে। ইহাদের বিশদ ব্যাখ্যা এখানে সম্ভবও নহে এবং আমার উদ্দেশ্যও নহে। তিনটি আয়াতের মধ্যে আমার লক্ষ্য "সেই গ্রন্থ"।

প্রথম প্রায়াতটির সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে 'ঐশীবাণী" শীর্ষকে কিছু আলোচনা করিয়াছি। ইহা হযরত মুসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত বিশ্ব-নবী ও তাঁহার আনিত বিধানের সত্যতা নিদের্শক অপরিহার্য মন্ত্র এবং এখানে ইহা পরবর্তী বক্তব্য সমূহের সত্যতার গ্যারান্টি স্বরূপ।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার সর্বজ্ঞ হওয়ার দাবী করিয়াছেন এবং তৃতীয় আয়াতে তাঁহার দাবীর সমর্থনে পবিত্র কুরআনকে "পুস্তক" আখ্যা দিয়া পেশ করিয়াছেন এবং ইহারও জন্য আবার নিখুত হওয়ার দাবী জানাইয়াছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতের আগাগোড়া সবই দাবী। প্রমাণ কিছুই নাই। এই আয়াতগুলি হিজরতের প্রথম বৎসরে নাযেল হয়। সে সময়ে অবতীর্ণ আয়াত সমূহ মুখস্থ করা হইত। পুস্তকের তখন কোন কারবারই ছিল না এবং পবিত্র কুরআন নামে কোন পুস্তকের অস্তিত্বও ছিল না। তখন অন্ধকার যুগ। লেখাপড়া ও পুস্তকের প্রচলন হয় নাই। আরবগণ আবার লেখা পড়ার দুশমন ছিল। এমন সময় পবিত্র কুরআনকে "পুস্তক" আখ্যা দেওয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার। এতদ্ব্যতিরেকে পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ তখনও নাযেল হয় নাই। হযরত রসুল করীম (সাঃ) চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এ সময়ে পবিত্র কুরআনকে "পুস্তক" আখ্যা দেওয়া এক অপূর্ব ব্যাপার। যাঁহার নিজের ও নিজের মুষ্টিমেয় অনুসরণ-কারীর অস্তিত্ব অনিশ্চিত, তাঁহার প্রচারিত বাণী পুস্তকের রূপ গ্রহণ করিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? এরূপ সময়ে এই আখ্যা দুঃসাহসিকতা পূর্ণ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তর্কের মুখে যদি তখন স্বীকার করিয়া লওয়া হইত যে, ইহা ভবিষ্যতে একদিন পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইবে, তবুও ইহা যে নিখুঁত ছিল এবং ভবিষ্যতেও নিখুঁত সাব্যস্ত হইবে, এই দাবী কি ভাবে এবং কে করিতে পারিত। জগতের বুকে যুগে যুগে কত শিক্ষা ও সভ্যতা উঠিয়াছে এবং বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কত শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রসার হইবে তাহা কে বলিতে পারে এবং সে সকলের মোকাবেলায় ইহা যে সর্বদা নিখুঁত প্রতিপন্ন হইবে, তাহার দাবী তখন কি প্রকারে সম্ভব ছিল? সকলই যেন আজগুবি ব্যাপার।

আলোচ্য আয়াতগুলির মধ্যে আমার পূর্ব বক্তব্য অনুযায়ী প্রধান প্রণিধানের বিষয় হইল "সেই পুস্তক।" কোন বস্তুর সম্বন্ধে আমরা স্থান ও কালের দিক দিয়া

দূর বুঝাইতে "সেই" শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের সম্মুখে পুস্তক রাখিয়া ইহাকে "সেই" বলিবার ও আমাদিগকে বলাইবার তাৎপর্য কি? বর্তমানবাসী মানুষ আমরা। এক সেকেণ্ডের শতাংশেরও একাংশ সময়ের গণ্ডির মধ্যে অবস্থান আমাদের। আমরা কেবল উপস্থিতকে দেখি। আমাদিগের দৃষ্টি আগেও চলে না এবং পরেও চলে না, বিশেষ করিয়া সত্যধর্মের ব্যাপারে। সেই জন্য যত দুঃখ ও বিপদ আমাদের। কিন্তু আমরা যাঁহার বাণীর আলোচনা করিতেছি, তিনি আমাদের ন্যায় সংকীর্ণ বর্তমানবাসী নহেন। তিনি সর্বজ্ঞ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তাঁহার সম্মুখে মহা বর্তমানরূপে সদা বিরাজিত। আসুন! আমরাও ক্ষণেকের জন্য এই বাণীর নযুলের সময়ে গিয়া সর্বজ্ঞের প্রান্তরে নামিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে মহা বর্তমানের দর্পণে অগ্র ও পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া দেখি। অতীতের দিকে "সেই" শব্দের টর্চের আলোক ধরিলে সম্মুখে হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা এবং তাঁহার প্রতি করুণাময় আল্লাহর অনুকম্পা এবং তাঁহার বংশধরগণের জন্য হেদায়েত প্রেরণের প্রতিশ্রুতি, সেই প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তির পবিত্র গৃহে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ বংশের মধ্যে বিশ্ব-নবীকে লাভ করিবার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রার্থনা, হযরত মুসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, যাহার মধ্যে প্রতিশ্রুত বিশ্ব-নবীর আল্লাহর নামের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি সম্বলিত ঐশী হেদায়েত সহ আবির্ভাবের সুস্পষ্ট সংবাদ, হযরত ঈসা (আঃ)-এর উহার সমর্থন-বাণী, দূরদূরান্তের পৃথিবীর সর্ব ধর্মের মধ্যে শেষ যুগে সর্বধর্ম-সমন্বয়কারী বিশ্ব-বিধান আনায়নকারী মহাপুরুষের আবির্ভাবের সংরক্ষিত ভবিষ্যদ্বাণী এবং যুগ যুগ ধরিয়া সেই মহা পুরুষ ও তাঁহার বিধানের জন্য অপেক্ষামান কোটী কোটী মানবের হৃদয়ভরা আশার প্রদীপরাজির চঞ্চল দীপ শিখাগুলি এক সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিপথে নবীন আলোকে ভাসিয়া উঠে। পুনঃরায় "সেই" শব্দের টর্চের আলোক রশ্মি ছটা দিয়া ভবিষ্যতের দিকে ফিরাইলে স্বল্প কাল মধ্যে পবিত্র কুরআনকে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া পুস্তকের রূপ লইয়া মহান সভ্যতার জন্ম দিতে ও দ্রুত জগতে বিস্তৃত হইতে দেখিতে পাই। ইহার পর জগতে বহু উত্থান পতন শিক্ষার প্রচলন বহুলাকারে পুস্তকের প্রকাশ, প্রচার ও প্রসারের প্রান্তরকে ভেদ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মহান গ্রন্থকে মুসলমানগণ দ্বারা পরিত্যক্ত এবং সর্ব জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নির্যীব এবং মৃতপ্রায় দেখি। কিন্তু কি আশ্চর্য চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিতে না করিতে দেখি উহাকে সহসা এক মহাবীর মাটি হইতে তুলিয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের ন্যায় উহা দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং দ্রুত সকল অন্ধকারকে দূর করিয়া সারা জগতকে উহার আলোকে প্লাবিত করিয়া দিল। উহার শিক্ষার বিরুদ্ধে দুশমন যত আঘাত হানিয়াছিল, সেগুলিকে উহা পুষ্পাহারে ফিরাইয়া দিতে লাগিল। যেখানে লোকে ত্রুটি দেখিয়াছিল সেখান হইতে পবিত্রতার শতধারা প্রবাহিত হইয়া আসিল। আরও এক শতাব্দী পার হইয়া জগতে প্রত্যেক ঘরে ঘরে যে পুস্তককে পঠিত হইতে দেখি এবং জগতের সকল পুস্তকের উপর শিরোতাজরূপে শোভা বর্ধন করিতে দেখি, উহা ذَالِكَ الْكِتَابُ الْقُرْآنُ পাঠ্য। সুতরাং পবিত্র কুরআন "সেই পুস্তক" যাহার প্রতিশ্রুতি আদম, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ (আঃ সাঃ) ইত্যাদি সকল নবীকে দেওয়া হইয়াছিল। পবিত্র কুরআন "সেই পুস্তক" যাহার প্রত্যেক অধ্যায় আল্লাহ্‌র নাম লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। পবিত্র কুরআন "সেই পুস্তক" যাহার জন্য মানব যুগ যুগ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। পবিত্র কুরআন "সেই পুস্তক" যাহা মানবতাকে পূর্ণতা দেয়। পবিত্র কুরআন "সেই পুস্তক" যাহার বিধান জগতকে শান্তির সুশীতল ছায়াতলে আনিতে

পারে। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টান ইত্যাদি জাতি, যাহারা আজও ভ্রান্তিতে উহাকে গ্রহণ না করিয়া এখনও ইহার প্রতিক্ষায় আছে, তাহাদিগকে সর্বজ্ঞ খোদা ডাক দিয়া বলিতেছেন কুরআন "সেই পুস্তক," যাহার অপেক্ষায় তোমরা আছ। যাহারা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা সতর্ক করিয়া দিতেছেন ইহা "সেই পুস্তক" যাহা গ্রহণ না করিলে তোমাদের পুস্তক অনুযায়ীও তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। যাহারা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর বিরোধিতা করিতেছে, তাহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা সাবধান করিয়া দিতেছেন, চাহিয়া দেখ তাঁহার হস্তে "সেই পুস্তক" এবং স্মরণ কর ইহার বিরোধিতার পরিণাম। বড় বড় আশা ও আদর্শবাদী যাহারা স্বরচিত বিধান দিয়া জগতে শান্তি আনিবে ভাবিতেছে, তাহাদিগকে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ ডাক দিয়া বলিতেছেন পবিত্র কুরআন "সেই পুস্তক," যাহার বিধান জগতকে শান্তি দিতে পারে। সংক্ষেপে বলিতে আল্লাহ্তায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টিকালে তাহাদের জন্য যে বিধান পুস্তক দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, পবিত্র কুরআন "সেই পুস্তক" এবং সকল মানব যাহাকে একদিন সর্বপাঠ্য নিকলঙ্ক পুস্তক হিসাবে সাদরে গ্রহণ করিবে, পবিত্র কুরআন "সেই পুস্তক," যে পুস্তক মানবের সকল সংশয়ের নিরসন করিয়া ইহকাল ও পরকালকে কল্যাণময় করিতে পারে ইহা "সেই পুস্তক"। যদ্বারা আল্লাহ্তায়ালার ভালবাসা লাভ করা যায়, ইহা "সেই পুস্তক"। যদ্বারা আল্লাহ্তায়ালার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা যায়, ইহা "সেই পুস্তক"। সুতরাং যে শব্দ প্রথমে অসংলগ্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই একটি "সেই" শব্দ এখন অতীত ও ভবিষ্যতের হাজার হাজার বৎসরের তিমির নাশিয়া আল্লাহ্-তায়ালার জ্ঞানের পরিচয়কে শত সূর্যের আলোকে সমুজ্জল করিয়া দিয়াছে। "সেই" শব্দের এক অঞ্চল যেমন সৃষ্টির গোড়ার দিকে প্রসারিত, অপর অঞ্চল তেমনি সৃষ্টির পূর্ণতা ও পরিণামের দিকে প্রসারিত। এ স্থলে যদি "এই" শব্দ থাকিত, তাহা হইলে তদ্বারা কিছুই প্রকাশিত হইত না। এইরূপ বাক্যবিন্যাস ও ঘটনার প্রকাশ কি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালা ব্যতিরেকে আর কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল?

আমরা ইতিপূর্বে "বিবেকের সাক্ষ্য" শীর্ষকে ফেরাউনের লাশ আজও রক্ষিত থাকার আলোচনা করিয়াছি। এই লাশের সংরক্ষণের ইতিহাস অপূর্ব। আল্লাহ্তায়ালা এই নিদর্শন কায়েম কারবার জন্য প্রাচীন মিসরীদিগকে মৃতের লাশ রাসায়নিক জলীয় বস্তুর সাহায্যে সংরক্ষণ করিবার বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। যুগ যুগ ধরিয়া তাহারা তাহাদের মৃত আত্মীয়ের লাশকে পর্বত গুহায় সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ইহা তাহাদিগের এক প্রিয় ও অপরিহার্য ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। অবশেষে যাহার লাশকে নিদর্শন করিবার জন্য এই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, উহা যখন জগতের অগোচরে রক্ষিত হইয়া গেল, তখন খোদাতায়ালা মিসরীদিগকে মমী রাখার বিদ্যা ও অনুষ্ঠান ভুলাইয়া দিলেন। ফেরাউনের লাশ রক্ষিত হওয়ার সংবাদ তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল, ইতিহাস বা কিংবদন্তিতে কোথাও বর্ণিত হয় নাই। পৃথিবী তাহার লাশের খবর জানিত না। অথচ ঐ ঘটনার প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট উহার রক্ষিত হওয়ার সংবাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান হয়। ইহার পর আরও চৌদ্দশত বৎসর পর্যন্ত উক্ত লাশের কোন সন্ধান হয় নাই। গত ১৯১৪ ইসাব্দে মিশরের এক পাহাড়ের গুহায় মমী আকারে এক বাদশাহের লাশ আবিষ্কৃত হইয়া প্রমাণিত হয় যে, উহা ফেরাউনের লাশ। উহা কায়রোর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। যে সংবাদ কেহ

জানিত না, উহা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জানার উপায় ছিল না। এমন কি তাঁহার যুগে এবং তাঁহার পরও চৌদ্দশত বৎসর পর্যন্ত ঐ লাশ মানব দৃষ্টির অন্তরালেই রহিয়া গেল। সুতরাং এ সংবাদ সেই আলেমুল গায়েব সর্বজ্ঞ খোদা, যিনি ঐ লাশকে নিদর্শনরূপে পরে প্রকাশ করিবেন বলিয়া, কিছুকাল গোপনে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, একমাত্র তিনিই জানিতেন। তিনি তাঁহার পবিত্র কালামে জানাইয়াছেন যে ফেরাউনকে নিমজ্জিত হইবার সময় তাহার লাশকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা দিয়া ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশে বলিয়াছিলেন যে, "যেন তুমি পরবর্তী গণের নিকট নিদর্শন হও।" (সুরা ইউনুস, ৯ম রুকু)।

এতদ্বারা পবিত্র কুরআনের নযুলের সময় উহা অজানাভাবে রক্ষিত থাকার সংবাদ দিয়া, পরে তিনি উহাকে প্রকাশিত করিবেন, ইহাও সুনিশ্চিতভাবে জানাইয়া দিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার এই বাণী ও উহার পূর্ণতা, তাঁহার সর্বজ্ঞ হওয়ার সুনিশ্চিত প্রমাণ দিতেছে।

যুগ নবী হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) চলতি খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে তিনটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইবার সংবাদ দেন। এ সম্বন্ধে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন উহার বাঙলা অনুবাদ নিম্নে দিলাম।

"ইয়াজুজ মাজুজের অবস্থা এই যে, ইহারা দুইই পুরাতন জাতি। তাহারা অতীতের কোন জাতির উপর প্রকাশ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই এবং তাহারা দুর্বলই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু খোদাতায়ালা বলিতেছেন যে শেষ যুগে এই দুই জাতির উত্থান হইবে; অর্থাৎ তাহারা শক্তির সহিত প্রকাশিত হইবে। সুরা কাহাফে বর্ণিত আছে।

تركنا بعضهم يموج في بعض

অর্থাৎ—'এই দুই জাতি (মিলিতভাবে) অন্যান্য জাতিকে পদানত করিয়া একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং (তাহাদের পরস্পরের যুদ্ধে) আল্লাহ্‌-তায়ালা যে, পক্ষকে চাহেন বিজয় দিবেন।' যেহেতু এই দুই জাতি ইংরাজ এবং রুশ, সুতরাং প্রত্যেক ভাগ্যবান মুসলমানদের জন্য দোয়া করা প্রয়োজন যে, তখন ইংরাজদিগের যেন জয় হয়। কারণ তাহারা আমাদিগের হিতৈষী এবং আমাদিগের সকল মুসলমানের) উপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনেক এহসান আছে।" (এযালায়ে আওহাম—২১১ পৃঃ)।

এই পুস্তক ১৮৯১ ইসাব্দে মুদ্রিত হয়। তখন উল্লরূপ যুদ্ধ কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। যুদ্ধ হইলে ইংরাজ ও রুশ প্রথমে মিলিতভাবে অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং সেই যুদ্ধে তাহারা বিজয়ী হইবে ইহাও কল্পনাতীত ছিল। ইহার পরে যে আবার এই দুই জাতি পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে, একথা আজও কেহ সঠিক ভাবে বলিতে পারে না। শেষের যুদ্ধে কোনো পক্ষের জয় পরাজয়ের কথা বলা নাই বা সে সম্বন্ধে কোনো পক্ষের বিজয়ের জন্য হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) তাঁহার কোনো মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই; পরন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার হাতে ছাড়িয়া দিয়া, নিজের মনের নির্লিপ্ত ভাবের প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। আলোচ্য ভবিষ্য-দ্বাণীতে তিনটি কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যথা—

১। যতদিন ইংরাজ ও রুশ মিলিতভাবে অপর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, ততদিন তাহারা বিজয়ী হইবে এবং ২। যখন তাহারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন ফলাফল অনিশ্চিত। ৩। দ্বিতীয় দফায় লিখিত যুদ্ধের বর্ণনায় হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর নির্লিপ্ত ভাব হইতে সেই যুগে আমাদিগের সহিত ইংরাজদিগের নিঃসম্পর্কের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। যতদিন সম্পর্ক থাকে ততদিনই দোয়ার প্রশ্ন উঠে। নিঃসম্পর্ক অবস্থায় দোয়ার প্রশ্ন উঠে না।

এই বিষয়ে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর একটি মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য।

ولی ان اقول انني حرزلها و حصن حافظ من الافات و بشرني رب و قال ماكان الله ليعذ بهم و انت فيهم ٥

অর্থাৎ—"আমি এই গভর্ণমেন্টের পক্ষে এক তাবিজ স্বরূপ এবং এক আশ্রয় স্বরূপ, যাহা ইহাকে আপদ হইতে রক্ষা করিবে এবং খোদাতায়ালা আমাকে সুসংবাদ দিয়া বলিয়াছেন, তুমি তাহাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় খোদাতায়ালা কখনও তাহাদিগকে দুঃখ দিবে না।" (নুরুল হক, ১ম ভাগ, ৩৩ পৃঃ)।

এই বাক্য অনুযায়ী হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আমাদিগকে তাহাদিগের সহিত সম্পর্ক বজায় থাকা অবস্থার সময়ে দোয়া করিতে বলিয়াছেন। এখন ইংরাজদিগের সহিত এ দেশের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া হওয়ায় মনে হইতেছে প্রথম দফা লিখিত যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং ইহার পর দ্বিতীয় দফা বর্ণিত যুদ্ধের সময় আসিয়াছে। বস্তুতঃ আমরা গত দুই মহাযুদ্ধে ইংরাজদিগের বিজয়ের জন্য দোয়া করিয়াছি এবং তাহারা একান্ত বিরূপ অটিস্থার মধ্য দিয়া শুধু দোয়ার ফলে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিল। আহ্‌মদীয়া জামাতের নেতা গত মহাযুদ্ধে ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে আহ্বান জানান যে, তাহারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে মানুষ নবী এবং মৃত স্বীকার করিয়া এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-ও তাঁহার আনিত ইসলাম ধর্মকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট দোয়ার আবেদন করিলে, আল্লাহ্‌তায়ালা অচিরেই তাঁহার দোয়ার বরকতে তাহাদিগকে অলৌকিকভাবে বিজয় দিবেন। সকলের অবগতির জন্য এ সম্বন্ধে এখানে একটি উদ্ধৃতি তুলিয়া দিলাম। "আমার পূর্ণ 'একিন' (দৃঢ় বিশ্বাস) এই যে, যদি ইংরাজ জাতি খাঁটিভাবে 'তৌহিদ' স্বীকার করিয়া আমার নিকট দোয়ার আবেদন জানায়, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের বিজয়ের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।" (৪ঠা জুন, ১৯৪০ ইসাব্দের 'আল ফযল' হইতে গৃহীত উদ্ধৃতির অনুবাদ)।

ব্রিটিশ কেবিনেট এই পত্র বিবেচনা করিয়া সাধারণভাবে সকল জাতির নিকট প্রার্থনার আবেদন জানায়। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী এবং জামাতের নেতার আহ্বানে তখন আহ্‌মদীয়া জামাতের সকলে অবিরাম ইংরাজদিগের বিজয়ের জন্য দোয়া করিয়া যায়। আহ্‌মদীয়া জামাতের নেতা ইংরাজদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাইয়া ইসলাম ধর্মের দিকে অবিরাম তিনি তাহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যান। ১৯৪৩ ইসাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি এক খুতবায় জানান যে, ইংরাজেরা তাঁহার আহ্বানের সুযোগ লইল না। অবশ্য দোয়ার ফলে তাহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিবে; কিন্তু সে বিজয় পরাজয়ের নামান্তর হইবে এবং অচিরেই ভারত স্বাধীন হইয়া যাইবে। "আমাকে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে যে, ভারতের স্বাধীনতার সময় আসিতেছে।" (করাচী, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ইং, পাক্ষিক আহমদী এয়োদশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৫ই মার্চ ১৯৪৩ ইং দ্রষ্টব্য)।

এগুলি সব ইতিহাসের ঘটনা। যুদ্ধের সময়কার আহ্‌মদীয়া জামাতের দৈনিক আলফযল পত্রিকাগুলি পাঠ করিলে পাঠক বিস্তারিত জানিতে পারিবেন। মোট কথা ইসালামের সত্যতা স্বীকার করিতে বার বার আহ্বান করা সত্ত্বেও ইংরেজরা উহাতে সাড়া না দেওয়ায়, দোয়ার স্থায়ী বরকত হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া গেল এবং পাক-হিন্দ স্বাধীন হইয়া গেল। পরবর্তী যুদ্ধে আমাদিগের সহিত ইংরাজদিগের আর কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকিবে না। সুতরাং তাহাদিগের জন্য তখন দোয়ার বিষয়ে আমাদিগের ভাব নির্লিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) রুশে সমুদ্রের বালু কণার ন্যায় অগণিত মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার জামাতভুক্ত হইতে দেখিয়াছেন। তাঁহার এক ইলহামও আছে,

زار روس کا سونٹا میرے ہاتھ میں آگیا ہے

"রুশের জারের রাজদণ্ড আমার হস্তে আসিয়া গিয়াছে।"

এ সম্বন্ধে আহমদীয়া জামাতের নেতা হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (আইঃ) ১৯৬৭ ইসাব্দের ২৮শে জুলাই তারিখে লণ্ডনের ওয়াণ্ডসওয়ার্থ টাউন হলে তাঁহার সম্বর্ধনায় আয়োজিত এবং তত্রস্থ লর্ড মেয়রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় পাশ্চাত্য জাতিকে নিম্ন বর্ণিত সাবধানবাণী শুনান। এই সভায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সভ্য, বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধিবর্গ এবং বহু বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

"হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) আরও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আরও ব্যাপকতর আকারে এক তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইবে। দুইটি বিরুদ্ধ দল এমনভাবে সহসা সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া পড়িবে যে, প্রত্যেকেই হতভম্ব হইয়া যাইবে। আকাশ হইতে মৃত্যু এবং ধ্বংসের বর্ষণ হইবে এবং ভীষণ দাবাগ্নি জগতকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে।

বর্তমান সভ্যতার সৌধরাজি ভূমিস্মাৎ হইবে। এই আহবে কমিউনিষ্ট এবং তাহাদিগের বিরোধী দল সমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এক পক্ষে রুশ এবং তাহার সহযোগীগণ এবং অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা অর্থাৎ যে দেশের প্রধান অধিবাসী ইংরেজিদিগের বংশধর) এবং তাহার মিত্রগণ ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহাদিগের শক্তি লোপ পাইবে, এবং তাহাদিগের সভ্যতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহাদিগের শাসন পদ্ধতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। যাহারা বাঁচিয়া যাইবে, তাহারা ভীতি-বিহ্বল ও বিমূঢ় হইয়া, সেই শোকাবহ দৃশ্য অবলোকন করিবে। রুশ পাশ্চাত্য দেশ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র সেই বিপৎপাত হইতে সামলাইয়া উঠিবে। ভবিষ্যদ্বাণী হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, রুশের জনগণ শীঘ্র বিপদ কাটাইয়া উঠিবে এবং সংখ্যায় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করিবে। তাহারা সৃষ্টিকর্তার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে এবং ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র রসুল (সাঃ)-কে গ্রহণ করিবে। যে জাতি আল্লাহ্‌র নামকে ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টারত এবং আকাশ হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে চাহে, তাহারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করিবে এবং অবশেষে তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পন করিয়া তাঁহার একত্বে দৃঢ়-বিশ্বাসী হইবে।

তোমরা ইহাকে কল্পনা মনে করিতে পার। কিন্তু যাহারা তৃতীয় যুদ্ধের পর বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিবে। ইহা সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্‌র বাণী। ইহা পূর্ণ হইবেই। তাঁহার ডিক্রী কেহ রদ করিতে পারে না।" (**Review of Religions, September, 1967** দ্রষ্টব্য। মূল ইংরাজীর অনুবাদ)।

আহমদীয়া জামাতের বর্তমান নেতা যখন লণ্ডনে উপরোল্লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন, তখন সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইয়া বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া থাকে। দোয়া এবং আল্লাহ্‌তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতিরেকে আসন্ন বিপদ হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

এখন বিবেচ্য বিষয় হইলে যে সর্বজ্ঞ খোদা ছাড়া কে উক্তরূপ বিশ্ব-আলোড়ন ও বিপর্যয়কারী সংবাদ দিতে পারিত। যে ভবিষ্যদ্বাণীর দুই অংশ যথা সময়ে পূর্ণ হইয়াছে, উহার তৃতীয় অংশ যে নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ হইবেই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং যখন ঐ অংশ পূর্ণ হইবে, তখন পৃথিবী নূতন রূপ ধারণ করিবে। নাস্তিকতা, ভাড়বাদীতা, সাম্রাজ্য-বাদীতা ইত্যাদি সকল প্রকার জগতের দুষ্ট ব্যাধি দূর হইয়া, আল্লাহ্‌র জ্যোতিতে জগত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আকাশ বাতাস নির্মল হইয়া জগতে পবিত্রতা নামিয়া আসিবে। মানবের মুখে তখন আবার সত্যকার সুখ ও শান্তির হাসি ফুটিয়া উঠিবে। ভাগ্যবান তাহারা, যাহারা সময়কে চিনিয়া উহার সদ্ব্যবহার করে। সর্বজ্ঞ খোদা আপন করুণায় সময়ের বহু পূর্বেই আপন নবীর মারফৎ মহাবিপদ ও বাঁচার পন্থা জানাইয়া দিয়াছেন। জগতের কোন শক্তি বা সকল শক্তি মিলিত হইয়াও স্বকল্পিত কোন পথে আসন্ন বিপদ হইতে বাঁচিতে পারিবে না। ইচ্ছা থাকে তাহারা বা যে কেহ চেষ্টা করিয়া দেখিয়া লইতে পারে। বুদ্ধিমানের কর্তব্য এখন করুণাময়ের আশ্রয়ে যাওয়া। (চলবে)

★

সেকালের তরুণ মোসলেম

—দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম

হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর সাহাবীদের আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার জীবন্ত প্রতীক ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রতিটি পৃষ্ঠা তাঁহাদের মহান আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে ভরিয়া রহিয়াছে। আমরা 'সেকালে তরুণ মোসলেম' শিরোনামায় ধারাবাহিক ভাবে হযরত রসুল করীম (দঃ)-এর সাহাবীদের জীবনের ঈমান বর্ধক ঘটনাবলী প্রকাশ করিব। ইনসাল্লাহ।

পরের জন্য আত্মত্যাগ [সম্পাদক]

১

এক যুদ্ধে আবু জাহেলের পুত্র একরামা (রাঃ) হেশামের পুত্র হারেস (রাঃ) এবং ওমরের পুত্র সোহায়েল (রাঃ) আহত হইলেন। আহত অবস্থায় দারুন পিপাসায় তিন জনেরই প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় এক ব্যক্তি একরামার (রাঃ) জন্য কিছু খাবার পানি লইয়া আসিল। জীবন মরনের সন্ধিক্ষনে কয়েক বিন্দু পানির মূল্য যে তাহার নিকট কত বেশী ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ত্যাগ স্বীকার করা এবং নিজের ইচ্ছাকে পরের ইচ্ছার মুখে বলি দেওয়া তেমন কঠিন হয় না। কিন্তু মানুষ যখন দেখে যে, তাহার অন্তিম সময় উপস্থিত এবং এই কথা জানে যে, তখন এক বিন্দু পানি তাহার জন্য সঞ্জীবনী সুধার কাজ করিবে তখন নিজেদের প্রয়োজনের কথা বিস্মৃত হইয়া অপর ভ্রাতার প্রয়োজন দর্শনে দয়াদ্র হওয়া এবং তাহারই অভাব পূরণ করিতে যাওয়া যে কিরূপ কঠিন কাজ তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু যে পবিত্র পুরুষ আরবের পরস্পর রক্ত পিপাসু অসভ্য বরবরদের মধে এইরূপ এক বিরাট পরিবর্তন আনিলেন যে, তাঁহারা ভ্রাতার প্রয়োজন দর্শনে স্বীয় প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়া যাইতেন তাঁহার উপর আল্লাহ্-তায়ালার লক্ষ লক্ষ আশীষ বর্ষিত হউক।

একরামার (রাঃ) নিকট পানি আনা হইলে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, সাহায়েল তৎপ্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। এই অবস্থায় তিনি নিজে পানি পান করিবেন এবং এক ভ্রাতা পিপাসায় ছটফট করিতে থাকিবে ইহা তাহার ইসলামিক ভ্রাতৃপ্রেম ও আত্মত্যাগ বোধের নিকট অসহ্য মনে হইল। তিনি বলিলেন, "যাও প্রথম সোহায়েলকে পানি দাও" সেই ব্যক্তি পানি লইয়া সোহায়েল (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছিল। কিন্তু যে, আধ্যাত্মিকতার প্রত্যেক বিন্দু হীন স্বার্থপরতাকে বিধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল, তিনিও তাহা হইতে আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। হারেস (রাঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সোহায়েল (রাঃ) দেখিতে পাইলেন যে, তিনি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। এই অবস্থায় পানি পান করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভ্রাতার প্রান অপেক্ষা স্বীয় প্রানকে অধিকতর মূল্যবান মনে করা এবং ভ্রাতাকে পিপাসিত রাখিয়া অগ্রে স্বীয় পিপাসা নিবারণ করা তাঁহার পক্ষে কিরূপই বা সম্ভব হইত? সুতরাং তিনি পানি আনয়নকারীকে বলিলেন "যাও আগে হারেসকে পানি দাও।" উক্ত ব্যক্তি পানি লইয়া হারেসের নিকট গেল। ফলে এই হইল যে, তিন জনের মধ্যে কেহই পানি পান করিতে পারিলেন না। দারুন পিপাসায় ছটফট করিতে করিতে সকলেই প্রাণ হারাইলেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন (নিশ্চয়ই আমরা তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহার দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন)।

উপরোক্ত তিনজন সাহাবীর মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার পার্থিব সম্পর্ক ছিল না। একমাত্র ইসলামী ভ্রাতৃত্বই ছিল তাঁহাদের যোগসূত্র তথাপি একের পিপাসা কাতর অবস্থা দর্শনে অপরের পক্ষে পানি গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু মানবিক চেষ্টা দ্বারা কিন্তু মানুষের মধ্যে এই প্রকার অপার্থিব পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্ভব।

★

সূর্য রূপ নবী

—মোহাম্মদ আবদুল কাসেম

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) রূপকভাবে সূর্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি হইলেন আল্লাহতায়ালার মহা প্রতাপ এবং পরাক্রমশালী জালালী জ্যোতির বিকাশ স্থল আধ্যাত্মিক জগতের অদ্বিতীয় মহান সূর্য্য। জড় জগতের সূর্যের যেমন কোন মেসাল নাই, আধ্যাত্মিক জগতেও জড় জগতের প্রধান শক্তি ও কল্যাণের কেন্দ্র হইল সূর্য। হযরত নবী করিমও (দঃ) তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের প্রধান শক্তি কেন্দ্র ও কল্যাণের মূল উৎস। সূর্য্য বিহনে জড় জগতে যে অচল; নবী করীম (দঃ) ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক জগতের অবস্থাও তদ্রূপ। বিরাট চুম্বক শক্তির আধার জড় জগতের সূর্য যেমন সমস্ত সৌর জগতকে গতি পথে প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট বলিয়া বিধানানুযায়ী কাজ করিয়া যাইতেছে; তেমনি হযরত নবী করিমের (দঃ) অসাধারণ এবং ব্যাপক আত্মিক শক্তি অধ্যাত্মিক জগত ও তনমধ্যস্থ যাবতীয় সত্বাকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষন করিতেছে এবং আত্মাকে ক্রম উন্নতির পথে উচ্চ হইতে উচ্চতম মার্গে পৌঁছাইবার জন্য, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিধানানুযায়ী আদর্শ রূপে কার্য করিয়া যাইতেছে। সূর্যের ন্যায় হযরত নবী করিমের (দঃ) তেজোময় আত্মিক জ্যোতি আধ্যাত্মিক জগতকে আলোকিত করিতেছে এবং অকল্যাণ জনক নানা প্রকার বিষাক্ত উপকরণ ধ্বংস করিয়া দিয়া আধ্যাত্মিক জগতকে কলুষ মুক্ত রাখিয়া মানব আত্মাতে প্রকৃত কল্যাণ, জ্ঞান ও শান্তি পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিতেছে।

জড় জগতের সূর্য নিয়া গবেষনার ফলে যেমন নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া দুনিয়ার জীবনে ব্যাপক উন্নতি এবং দুনিয়ার জীবনকে সুখময় ও সমৃধ্যশালী করিয়া তুলিতেছে; তেমনি হযরত নবী করিমকে (দঃ) নিয়া অর্থাৎ তাঁহার পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়া যাহারা গবেষনা করিতে প্রস্তুত তাহাদের জন্য আধ্যাত্মিক জগতের গভীর রহস্য এবং ব্যপক কল্যাণ লাভের উপায় রহিয়াছে। এই পুন্যাত্মাকে যত বেশী এবং গভরভাবে জ্ঞাত হওয়া যাইবে দ্বীন, দুনিয়া এবং আলম সমুহের জন্য ততই মঙ্গল। কারণ তিনি যাবতীয় সৃষ্টির জন্য আল্লাহর রহমত করুণা, ক্ষমা ও শান্তির প্রতীক। তাঁহাকে গভীরভাবে জ্ঞাত হইতে হইলে গভীর সদিচ্ছা এবং অসীম পূণ্যের প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহা না হইলে এই পূণ্যাত্মার সঙ্গে গভীর ভাবে পরিচয়ের উপায় নাই। হীন উদ্দেশ্য নিয়া যাহারা তাঁহার সম্মুখীন হওয়ার চেষ্টা করিয়াছে, তাঁহার আত্মিক তেজ ও শক্তির মোকাবেলায় তাহারা হীন ভাবে পরাজিত এবং ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর যাহারা তাঁহার মহান শিক্ষা এবং আদর্শ আনুযায়ী জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে প্রস্তুত, তাহাদের জন্য অতীত কালের মহাপুরুষগণের ন্যায় আল্লাহতায়ালার করুণা, অফুরন্ত আশিস এবং জীবনে অমরত্ব লাভের গৌরবের অধিকারী হওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এরই নমুনা পাওয়া যায় তাঁর খলিফা সাহাবাগণ ও তৎপরবর্তী শত শত ওয়ালি আল্লাহ-গণের মধ্যে। তা'ছাড়া মুজাদ্দেদগণের বিশেষ করে হযরত মাহদী (আঃ) ও তাঁর জামাতের মধ্যে হযরত নবী করীম (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতিফলন দেখা যায়।

পথের সন্ধান

শাহ মোজহারুল হান্নান

যুগে যুগে দেশে দেশে আল্লাহ্ নবী ও রসুল-গণকে প্রেরণ করেছেন সমস্ত অন্যায় অনাচার কলুষ কল্পনাসক্ত খেয়ালী মানব সন্তানকে মুক্ত করে তার অসীম শক্তিকে কল্যাণের কাজে প্রয়োগ করতে। তারা তাদেরকে প্রলুব্ধ করেছেন। পথ দেখিয়েছেন পরিপূর্ণ সত্যের। কিন্তু পথভোলা বিকার গ্রস্তের মত ছুটে বেড়িয়ে যেতে চেয়েছে, বারে বারে ভুল বকেছে, ভুল বুঝতে চেয়েছে, ভুলের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে হতাস হয়েছে। সমস্ত ভুলের মাঝ হ'তে তারা তাদেরকে টেনে এনেছে পরম সত্যেরদিকে, সেই একক আল্লাহর দিকে, তারা চোখ ভরে দিয়েছেন স্বর্গীয় জ্যোতির অনাবিল স্বচ্ছ আলোক রাশিতে। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক লোকই সমস্ত আসক্তিকে জয় করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন ধর্মীয় অনাচার যুগে যুগে কত ভয়ঙ্কর অধঃপতন ডেকে এনেছে। সনাতন হিন্দু ধর্মের পূর্ণজন্ম ব্রাহ্মণ্যবাদ, বুদ্ধের অহিংস জন্মান্তরবাদ, ইস্রায়েল সন্তানদের মনগড়া আপ্তবাক্য গঠন, খ্রীষ্টের অভিশপ্ত মৃত্যু, পুনরুত্থানের দোহাই দিয়ে ত্রিত্ব ও পৌরহিত্যবাদ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দুর্বল মানুষ তারই মাঝে মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টার অস্তিত্ব বের করতে ব্যস্ত। সৃষ্টির মাঝে হাতে গড়া, পুতুলের মাঝে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মাঝে স্রষ্টাকে আবদ্ধ করে আদম সন্তান যখন বিশ্বময় অনাচার ব্যাভিচার পাপানুষ্ঠানের মাঝে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়ে কাল যাপন করছিল; অত্যাচার অবিচারে মানুষ যখন বিশ্বব্যপি ক্রন্দন রোলে আহুতি দিচ্ছিল, ঠিক তখনই পরম করুণাময় আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি অনুসারে পাঠালেন এক কালজয়ী মহাপুরুষকে। বিশ্বের মূর্তিমান করুণা ও আদর্শের জলন্ত নিদর্শন এই মহাপুরুষ এসে বজ্র নিনাদ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, হে বিশ্বের হতাশাগ্রস্ত পরিশ্রান্ত পথভ্রান্ত লোক সকল, যুগে যুগে করুনাময় আল্লাহ আদম সন্তানের জন্য যে শান্তির সওগাত দিয়ে এসেছেন, আমি শুধু তা পূর্ণ করতে এসেছি। তোমরা ফিরে এসো তোমরা ফিরে এসো পরম করুণাময় অদ্বিতীয় রহমানুররাহীম আল্লাহর শান্তির ছায়াতলে। এই সুরে সুর দিয়ে আল্লাহ তার পবিত্র বাণীতে জলধমন্দ্রে ঘোষণা করলেন "আজ হতে আমি একে পূর্ণ করে দিলাম"।

এরপর ইসলামের ইতিহাস দুনিয়ার সমস্ত পৌরহিত্যবাদকে ম্লান করে দিয়ে তার বিজয় ডঙ্কা দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করে তুললো। কিন্তু সে মাত্র কয়েক শতাব্দীর জন্য। এর পরই মানব সন্তানের যে চির অনুসৃত খেলায় মেতে উঠলেন ইসলামের গদ্দীনসীন রাজা, বাদশাহ, পীর ফকির আমীর ওমরাহ প্রভৃতি। তারা দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের প্রয়োজনে ধর্মব্যবস্থাকে প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে সুপ্ত হ'তে লাগলো ইসলামের আদর্শ। দুনিয়ার মানব গুষ্টির মাঝে এ সমাজ হয়ে পড়লো অতি ঘৃণ্য, নগন্য। কিন্তু আল্লাহ রসুলের কথা ত মিথ্যা হবার নয়। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর অনুগামী গণকে আশ্বাস দিয়ে বলে ছিলেন "কি করে ধ্বংস হবে আমার উম্মত যার একদিকে রয়েছি আমি আর একদিকে রয়েছেন মাহদী।" এই সময় দুনিয়ার মুসলিম সমাজ তাঁর সে অমর বাণীকে সম্বল করে দু'হাত তুলে আল্লার দরগায় প্রার্থনা জানাচ্ছে, করুণ কণ্ঠে বলেছে "দাও হে প্রভু তোমার মহান রসুলের আশ্বাস বাণীকে পূর্ণ করে।" অবশেষে তার-ই ফলশ্রুতি এল গত শতাব্দীর শেষ দশকে মহান

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

কোরআনের বৈশিষ্ট্য

—সরফরাজ এম, এ, সাত্তার চৌধুরী

আরবী 'কারা' ধাতু থেকে কোরআন শব্দের উৎপত্তি। 'কারা' শব্দের অর্থ পাঠ করা, কোরআন শব্দের অর্থ পঠিত অর্থাৎ উহা একখানা অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ। বাইবেল শত শত ভাষায় অনুদিত হয়েও কোরআন মজিদের ন্যায় এত অত্যাধিক ব্যাপকভাবে ও সম্মানের সহিত পঠিত হয় না। ধর্মভীরু মুসলমানগণের জীবনে উহা বহুবার এবং প্রত্যহ নামাজে অন্যূন পঞ্চবার পঠিত হয়; কেহ সপ্তাহে, কেহ দশ দিবসে, কেহ মাসে কেহ চল্লিশ দিনে সম্পূর্ণ কোরআন মজিদ খতম করে থাকেন। এতদ্ব্যতীত হাজার হাজার লোক সম্পূর্ণ ত্রিশপারা কোরআন মজিদের হাফেজ। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ যথা ঃ—বেদ, পুরান, বাইবেল, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি এককালে দগ্ধীভূত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হলেও কোরআন মজিদ কদাপি ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না, কারণ পৃথিবীর সর্বদেশে হাফেজের কণ্ঠ থেকে ঝঙ্কৃত হয়ে থাকে ও হতে থাকবে। কোরআন মজিদ আল্লাহ্তায়ালার শাশ্বত বাণী, উহাতে যা কিছু আছে সত্য, সহজ এবং নির্ভুল। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ—"ইহাকে (কোরআন মজিদকে কণ্ঠস্থ) করার নিমিত্ত আমরা খুব সহজ করে দিয়েছি।" "সত্যের সহিত উহা অবতীর্ণ হয়েছে। এবং অন্যত্র বলেন ঃ—"সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ কোন দিক দিয়েই মিথ্যা অলীক উহার নিকট আসতে পারে না, উহা মহাজ্ঞানী ও প্রশংসা ভাজন আল্লাহর প্রত্যাদেশ।" তিনি আরও বলেন ঃ—"বল সত্য এসেছে ও অলীক বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয়ই অলীক বিলুপ্ত হয়।" আরও আছে—"আমরাই এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই ইহার সংরক্ষণ করব।" কোরআন ব্যতীত এরূপ মহাসত্য ও নির্ভীক দাবী করতে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ সমর্থ নহে। উহার উপদেশ ও নির্দেশাবলী শুধু ধর্ম সম্বন্ধীয় ও নৈতিক কর্তব্য কার্য্যাবলীতেই সীমাবদ্ধ নহে। উহাতে মানব জীবনে দৈনন্দিন যা কর্তব্য তৎসমুদয় বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা রয়েছে এবং অবস্থা বিশেষে কোন নীতি ও পন্থা

(পথের সন্ধানের অবশিষ্ট্য)

নবীর সেই দান ইমাম মাহদী মোহাম্মদী মসীহ্। দীর্ঘ তেরশত বছর পরে ইসলাম পেল আবার এক নতুন পথের সন্ধান। সমস্ত পঙ্কিলতার সমস্ত আবিলতা উর্দ্ধে উঠে সে আবার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

পাঞ্জাবে এক উদর পল্লীর বুকে দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিহত করলেন বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত আক্রমনায়োজন। তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সূত্রকে নবরূপে উপস্থিত করলেন জগতের সামনে। তিনি প্রমাণ করলেন ইতিহাসের কষ্টি পাথরে যাচাই করে।

আপনি যদি একজন সত্যিকারের সনাতন পন্থী হয়ে থাকেন, সত্যিই আপনি যদি একজন খাঁটী খ্রীষ্টান হতে চান, আপনি যদি একজন সত্যিকারের ইমানদার হয়ে থাকেন, তবে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখুন। দেখুন এখানে এইস্থানে আপনার কল্কি আপনার মেশীয় আপনার মাহদী সব এক দেহে লীন হয়ে আছে। এই ইসলামই একমাত্র মানব সন্তানকে মুক্তি দিতে পারে।

হে ভূমণ্ডলের অধিবাসীগণ, আসুন শতাব্দীর পর শতাব্দী যে পথের সন্ধানে হতাশ হয়েছেন সে পথের কাণ্ডারী আজ আপনাকে ডাকছে। আসুন এইখানে ইসলামে অনাবিলশান্তির ছায়া তলে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব সমূহের প্রভু আল্লাহর—আমীন।

★

অবলম্বন করতে হবে তদ্বিষয়ে সদুপদেশ ও উত্তম মীমাংসা রয়েছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক "গীবন" তার History of the decline and fall of the Roman Empir নামক গ্রন্থে বলেন ঃ—"আটলান্টিক মহাসাগর থেকে গঙ্গা নদী পর্যন্ত কোরআন শুধু ধর্ম তত্ত্ব জ্ঞানের 'নহে' বরং দেওয়ানী দণ্ডবিধি আইনের মূল বিধান বলে স্বীকৃত হয়; এবং যে আইন মানুষের কাজ সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাও আল্লার ইচ্ছার অলঙ্ঘনীয় অনুমোদন দ্বারা শাসিত হয়। উহা সামাজিক, সামরিক, দণ্ডবিধি, দেওয়ানী ব্যবসা বাণিজ্য, বিচার ও ধর্মসংক্রান্ত কার্য্যবিধি।" মিষ্টার যোহন ডিভেনপার্ট তাঁর গ্রন্থে বলেন ঃ—"এই জন্য মূলতঃ উহা (কোরআন) বাইবেল থেকে পৃথক কারণ উহাতে (বাইবেলে) কোন ধর্ম তত্ত্বের বাঁধা বাঁধি পদ্ধতি নেই; কিন্তু প্রধানতঃ উহা কাহিনী, মহৎ বাণীর উচ্ছাস ও ধর্মীয় আবেগ এবং কতকগুলি নীতি কথা দ্বারা পূর্ণ, কিন্তু সেগুলির কোন সুস্পষ্ট যুক্তি তর্ক দ্বারা গ্রন্থিত হয় নাই।" His essay on the relation between science and Religion) আজ চৌদ্দ শত বৎসর অতীত হতে চলছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত উহার একটি বিন্দু বিসর্গের ও পরিবর্তন হয় নাই। উহা যে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ এবং অলৌকিক গ্রন্থ ইহা ও তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিরুদ্ধবাদী লেখক "স্যার উইলিয়ম মূর" ও ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেন ঃ—"সম্ভবতঃ পৃথিবীতে এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নাই, যা বারশত বৎসর তার মূল ভাষা পরিপূর্ণ রূপে বিশুদ্ধ ও অক্ষত রয়েছে।" কোরআন মজিদ জনসাধারণের উপর বিশেষতঃ মুসলমানগণের দৈনন্দিন জীবনে এমন প্রভাব বিস্তার এবং বৈশিষ্টের ছাপ প্রদান করেছে, যা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ দ্বারা সম্ভবপর হয় নাই। কোরআন মজীদ আল্লাহতায়ালার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত (বিধি ব্যবস্থা)। উহা কোন জাতি বা বিশেষের জন্যে নহে, বরং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ ও হেদায়েতের জন্য প্রেরীত হয়েছে। ইহা যে বাস্তবিকই আল্লাহ্তায়ালার বাণী। তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আল্লাহ্তায়ালা বলেন ঃ—"যা আমি আমার রসুলের প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমরা সন্দেহ কর, তবে উহার তুল্য একটি সুরা আনয়ন কর, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারীদিগকে আহ্বান কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" আরব সাহিত্যের গৌরবময় যুগেই কোরআন বেহেশতি সওগাত বহন করে মরুর বুকে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ বহু প্রায়াস স্বীকার করেও সুরা 'কাওসারের' তুল্য একটি সুরা প্রস্তুত করতে সমর্থ হয় নাই। এমন কি মোসায়লামা কাজ্জাব স্বীয় পাণ্ডিত্য দেখান করে ইহার তুল্য একটি আয়াত আনয়ন করতে গিয়ে শেষে সকলের হাস্যস্পদ হয়েছিল। পরিশেষে সকলেই ইহা নতমুখে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, উহা কদাপি মানুষের 'কালাম' (বাক্য) হতে পারে না। আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র বলেন ঃ—যদি উহা খোদা ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে অবতীর্ণ হত, তবে নিশ্চয়ই তারা উহার মধ্যে অনেক বৈষম্য লক্ষ্য করতো।" ইসলাম বিরুধী লেখক Prof. Margolisth ইহা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেন—"যদিও এই শ্রেণীর যুগ-প্রবর্তক সাহিত্যের মধ্যে কোরআন সর্ব-কনিষ্ট, তথাপি মানব সাধারণের উপর উহার অপূর্ব শক্তি বিস্তার করতে কোরআন কারও অপেক্ষা নূন্য নহে। উহা মানবের চিন্তা ধারায় একটি নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করেছে, এবং একটি অভিনব ধরনের চরিত্র সংগঠন করেছে। আরব উপদ্বীপে পরস্পর বিরুধী মরু ভূদল সমূহকে উহা একটি মহাবীর জাতিতে পরিণত করেছে। অতঃপর মোসলেম জাহানের বিরাট রাজনীতিক ও ধর্মীয় সংঘ সমূহের সৃষ্টি করেছে। আধুনিক ইউরোপ ও প্রাচ্য দেশ সেই

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

চন্দ্রাভিযান এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা সাব্যস্ত

—মৌলবী মোহাম্মাদ

তওরাত এবং ইঞ্জিলের বর্ণিত হযরত মুসা এবং ঈসা (আঃ সাঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের পবিত্র কুরআনের ধর্মকে গ্রহণ করা অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু তাহারা পবিত্র কুরআনকে আল্লাহতায়ালার বাণী বলিয়া স্বীকার করে নাই এবং ইহাকে (নউযুবিল্লাহ) হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর রচনা বলিয়াছে। তাহারা তাহাদের নবীগণের আদেশ পালন করে নাই এবং সদা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছে এবং পবিত্র কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে।

আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের এইরূপ বিরূপ চেষ্টার প্রতি উত্তরে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে জানাইয়াছেন যে, অবিশ্বাসীগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেয়ামতের দিনে তাহাদের আমল, অবিশ্বাস ও অস্বীকারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

شاهد عليهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون ٥

"তাহাদের কর্ণ, তাহাদের চক্ষু এবং তাহাদের চর্ম তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, যাহা তাহারা করিতেছিল।"

(সুরা হামিম সিজদা—৩য় রুকু)।

ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا ٥

"নিশ্চয়ই কর্ণ এবং চক্ষু এবং হৃদয় এ সকলেরই নিকট প্রশ্ন করা হইবে।"

(সুরা বনি ইসরাইল—৪র্থ রুকু)।

يوم تشهد عليهم السنتهم و ايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ٥

(কোরআনের বৈশিষ্ট্যের অবশিষ্ট)

সংঘ সমূহকে বিরাট শক্তি সমূহের অন্যতমরূপে গণ্য করতে বাধ্য হয়েছে।"

Mr. Deutch নামক জনৈক ইংরাজ গ্রন্থকার বলেন—উহা সেই কোরআন, যার প্রভাবেও অনুপ্রেরণায় আরবগণ পৃথিবীর এমন রাষ্ট্র সমূহ বিজয় করেছিলেন, যা আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ও জয় করতে পারেন নাই। এমন কি বিশাল রোম সাম্রাজ্যও তার কল্পনা করতে পারেন নাই। আরব মরুরবুকে যৎকালে অন্ধকারের তমোরাশি চতুর্দিকে বেষ্টন করে রেখেছিল সেই যুগে কোরআন তাদের মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন জ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্র বিস্তার করেছিল।"

উল্লেখিত মন্তব্য সমূহ দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ হতে কোরআনের স্থান অতিউচ্চে এবং বৈশিষ্টক্ষেত্রে অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে বহু চিন্তাশীল মনিষী বৃন্দ ইসলাম ও তার গ্রন্থের অপলাপ করতে গিয়ে অবশেষে উহাকে সর্বগুণ সম্পন্ন ও বৈশিষ্টের অন্যতম বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

"ঐ দিন যখন তাহাদের জিহ্বা এবং তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগের পদগুলি তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, যাহা তাহারা করিতেছিল।"

(সূরা আননূর—৩য় রুকু)।

পবিত্র কুরআনের নযুলের যুগে জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ ও চর্মের কেয়ামতের দিনে অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা আশ্চর্য মনে হইলেও এখন আর ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। টেপ রেকর্ডার টেলিভিশন ইত্যাদি যন্ত্র পাতির দ্বারা আমাদের কথা ও কাজকে রেকর্ড করিয়া প্রয়োজন সময়ে আমাদিগের বিরুদ্ধে হাজির করা একান্ত সম্ভব। বিচারক এই সাক্ষ্যের প্রদর্শনীর সময় অপরাধীগণকে মূক দর্শক হিসাবে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য করিতে পারেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

اليوم نختم على افواههم وتكلمنا
ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ০

"আজিকার দিনে আমরা তাহাদিগের মুখে মোহর মারিয়া দিব এবং তাহাদিগের হস্ত আমাদিগকে কথা বলিবে, এবং তাহাদিগের পদগুলি সাক্ষ্য দিবে। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছিল।"

(সূরা ইয়াসীন—৪র্থ রুকু)।

আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আমাদের অপেক্ষা আরও ভাল টেপ রেকর্ডার এবং টেলিভিশনের ব্যবস্থা আছে। ঐগুলি কেয়ামতের দিন অপরাধীদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা হইবে। উহারই নিদর্শন স্বরূপ এ যুগে আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে উপলব্ধি করিবার জন্য টেপ রেকর্ড ও টেলিভিশনের যন্ত্র আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এই যুগকে তাই ইসলামী পরিভাষায় কেয়ামতে সুগরা বা ছোট কেয়ামত বলা হইয়াছে। মহা বিচারের দিন যাহা ঘটিবে তাহার কিছু নমুনা এই যুগে দেখান হইয়াছে।

পবিত্র কুরআনের সত্যতা উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিতে আল্লাহ্‌তায়ালা সকল স্তরের মানুষের জন্য উহার মধ্যে অকাট্য প্রমাণ রাখিয়া দিয়াছেন, এবং প্রত্যেক যুগে সে সকল হইতে বিশেষ বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ করিয়া থাকেন, যেন তদ্বারা তাহারা ঈমান আনিয়া বাঁচিয়া যাইতে পারে।

কুরআনে অবিশ্বাসী ও বিজ্ঞানে উন্নতিশীল ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের দ্বারা ইদানিং এক অচিন্ত্যপূর্ব নিদর্শন প্রকাশ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগের বিবেক, জিহ্বা, কর্ণ, চক্ষু, হস্ত, পদ ও চর্মকে দাগী করিয়া ফেলিয়াছেন।

لا الشمس ينبغى لها ان تدرك القمر
ولا اليل سابق النهار ط وكل فى فلك
يسبحون ০ واية لهم انا حملنا ذريتهم
فى الفلك المشحون ০ وخلقنا لهم من
مثله ما يركبون ০

"চন্দ্রকে অতিক্রম করা সূর্যের জন্য নহে, এবং রাত্রিও দিবসকে অতিক্রম করিতে পারে না। সকলেই আপন আপন কক্ষ পথে চলিতেছে। এবং এক নিদর্শন তাহাদের জন্য যে আমরা তাহাদের বংশধরগণকে ভরা তরীতে আরোহণ করাইব এবং আমরা নিশ্চয় সৃষ্টি করিব উহার অনুরূপ যাহাতে তাহারা আরোহণ করিবে।" (সূরা ইয়াসীন—৩য় রুকু)।

পরবর্তী যুগে আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের জন্য বহু যান বাহন সৃষ্টি করিবেন, তাহা নিম্নলিখিত আয়াতেও জানাইয়াছেন।

والخيل والبغال والحمير لتركبوها
وزينة ط ويخلق مالا تعلمون ০

"এবং তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধা, যেন তোমারা তাহাদের উপর আরোহণ করিতে

পার এবং সৌন্দর্যের জন্য। এবং তিনি সৃষ্টি করিবেন, যাহা তোমরা এখনও জান না।”

(সূরা নহল—১ম রুকু)।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের জন্য এ যুগে বহু প্রকার যান বাহনের সৃষ্টি করিয়াছেন। তন্মধ্যে উড়োজাহাজ, রকেট ইত্যাদি অচিন্ত্যপূর্ব।

অতীত যুগে পৃথিবী ছাড়িয়া এবং উহার কক্ষপথকে অতিক্রম করিয়া গ্রহান্তরে যাওয়ার চিন্তাও অসম্ভব ছিল। ইহার জন্য প্রধান বাধা দুই প্রকারের ছিল। একটি হইল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এবং অপরটি হইল আকর্ষণ-শূন্য পৃথিবীর অদৃশ্য ছাদ, যেখানে গেলে না ভিতরে আসা যাইবে, না বাহিরে যাওয়া যাইবে এবং বাহির হইতেও কেহ ভিতরে আসিতে পারিবে না। পবিত্র কুরআনে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আয়াত-গুলি প্রণি-ধান যোগ্য।

الم نجعل الارض كفاتا ٥ احياء واموانا ٥

“আমরা কি পৃথিবীকে নিজের দিকে জীবিত এবং মৃতগণকে আকর্ষণকারী করিয়া সৃষ্টি করি নাই।”

(সূরা আল্‌মুরসিলাত)।

এই আয়াতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা বলা হইয়াছে এবং এই নিয়ম আকাশের প্রত্যেক গোলকের জন্য সত্য ও কার্যকরী।

و جعلنا السماء سقفا محفوظا صلے و هم
من ايتها معرضون ٥

“এবং আমরা আকাশ বা (শূন্য)-কে এক ছাদ করিয়াছি, সুরক্ষিত ; তথাপি তাহারা ইহার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।”

(সূরা আল্‌-আম্বীয়া—৩য় রুকু)।

এই আয়াতে উপরে আলোচিত আকর্ষণশূন্য মণ্ডলের কথা বলা হইয়াছে। ইহা এমন এক ছাদ যে, কেহ শক্তি প্রয়োগে ভিতরে প্রবেশ করিলে বা বাহির হইয়া গেলেও এ ছাদে কোন ছিদ্র হইবে না এমনি হিকমতে এ অদৃশ্য ছাদ নির্মিত।

এই আকর্ষণ-শূন্য স্থানে পাশ্চাত্য জাতি প্ল্যাটফরম করিবে এবং সেখানে কড়া পাহারা ও আগ্নেয় অস্ত্র থাকিবে এবং ইহা আমাদিগের জন্য মন্দ অথবা ভাল হইবে কেহ বলিতে পারিবে না। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি প্রণিধান যোগ্য।

و انا لمسنا السماء فوجدنها ملئت
حرسا شديدا و شهبا ٥ و انا كنا نقعد منها
مقاعد للسمع ط فمن يستمع الان يجدله
شها با رصدا ٥ و انا لا ندرى اشر اريد بمن
فى الارض ام اراد بهم ربهم رشدا ٥

“এবং আমরা (পাশ্চাত্য জাতি) আকাশে পৌঁছিতে চাহিলাম, কিন্তু আমরা ইহাকে কড়া পাহারা এবং আগ্নেয় উপকরণে ভরা পাইলাম। এবং আমরা শুনিবার জন্য ইহার কোন কোন প্লাট-ফরমে বসিয়া থাকিতাম। কিন্তু যে কেহ এখন উহা শ্রবণ করে, সে প্রচ্ছন্ন এক আগ্নেয় উৎক্ষেপের অপেক্ষা করে। এবং আমরা জানি না ইহাতে পৃথিবীবাসীর জন্য অমঙ্গল রহিয়াছে, অথবা তাহাদের প্রভু তাহাদের মঙ্গল ইচ্ছা রাখেন।” (সূরা জিন—১ম রুকু)।

পাশ্চাত্য জাতি সমূহের মধ্যে আকাশে যাইবার যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, উহার মধ্যে আকাশে প্ল্যাটফরম করিয়া সেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে কড়া পাহারা ও প্রয়োজনে মহা ধ্বংস-সাধনকারী অস্ত্রশস্ত্র রাখার উদ্দেশ্য অন্যতম। মানব মঙ্গলের জন্য অপরাপর গ্রহ উপগ্রহে যাইয়া সেইগুলিকে আবাদ করার ইচ্ছা, যাহা প্রকাশ করা হইতেছে, কতদূর পূর্ণ হইবে, তাহা আল্লহ্‌তায়ালাই উত্তম জানেন। উপরোক্ত আয়াতে এই প্রচেষ্টায় পৃথিবীবাসীর জন্য প্রথমে অমঙ্গল শব্দের ব্যবহার হইয়াছে এবং পরে আল্লাহ্‌তায়ালার

পক্ষ হইতে উহা মঙ্গলের দিকে ফিরিবার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

আমরা আকাশে যে সুরক্ষিত ছাদের কথা বলিয়াছি, উহা ভেদ করিবার ব্যবস্থার কথাও কুরআনে বলা হইয়াছে।

يمعشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموت و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ○

"হে জিন (প্রতিভাশালী ব্যক্তি) ও (সাধারণ) মানুষের দল! তোমরা যদি আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া বাহিরে যাইতে চাহ, তবে যাও। কিন্তু তোমরা যাইতে পার না, শক্তি প্রয়োগ ব্যতিরেকে।" (সুরা রহমান—২য় রুকু)।

বস্তুতঃ রকেটে জ্বালানী পুড়াইয়া বিস্ফোরণ ঘটাইয়া, শক্তি সৃষ্টি করিয়া, আজ মানুষ পৃথিবী ও আকাশের সীমা ভেদ করিতেছে।

আমরা অত্র প্রবন্ধের প্রথম দিকে সুরা ইয়াসিনের তৃতীয় রুকু হইতে যে কয়টি আয়াত পেশ করিয়াছি, উহাতে ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে চন্দ্র এবং সূর্য তাহাদের কক্ষকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, কিন্তু দুর্বল মানুষ নূতন ধরণের ভরা জাহাজ লইয়া পৃথিবী ও চন্দ্রের কক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। এখানে ভরা জাহাজ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে যাত্রা পথে ও চন্দ্রে জীবন ধারণের কোন উপকরণ নাই। সেখানে যাইতে জীবনধারণের উপকরণে জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। বস্তুতঃ যাহারা চন্দ্রাভিযানে গিয়াছিল, তাহাদিগকে এইরূপ করিতে হইয়াছিল। যাহাদের দ্বারা এই অসম্ভব কার্য সংঘটিত হওয়া নির্দিষ্ট ছিল, তাহাদের পরিচয়ও উক্ত আয়াতের মধ্যে দেওয়া আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তায়ালা বিশ্ববাসীগণের কথা মধ্যম পুরুষে এবং অবিশ্বাসীগণের জন্য প্রথম পুরুষে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে যে, "তাহাদের বংশধরগণ" দ্বারা উক্ত অভিযান সংঘটিত হইবে। সুতরাং এতদ্বারা সুস্পষ্ট যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এ কাজ করিবে এবং এই ঘটনাকে আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের জন্য "এক নিদর্শন" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এই নিদর্শন কি? পবিত্র কুরআন যাহাকে তাহারা অবিশ্বাস করে, আল্লাহ্তায়ালার নিজস্ব কালাম। পবিত্র কুরআনে তিনি উক্ত ঘটনা ঘটাইবার সংবাদ পূর্বে পাঠাইয়া উহা পরে ঘটাইয়াছেন, যাহাতে মানুষ পবিত্র কুরআন যে আল্লাহ্র কালাম তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারে। বিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রতা এবং সর্বজ্ঞ যিনি, তিনি ব্যতিরেকে গ্রহান্তরে যাইবার বাধা ও উহা অতিক্রম করিবার পন্থা ইত্যাদির সঠিক সংবাদ পবিত্র কুরআনে কে দিতে পারিত? যাহারা চন্দ্রে অভিযান করিয়াছে, তাহাদের যাত্রা পথের ঘটনার টেপরেকর্ড ও টেলিভিশন উক্ত নিদর্শন সম্বন্ধে তাহাদের কথা হস্ত, পদ, কর্ণ, চক্ষু ও অনুভূতির সাক্ষ্যে পূর্ণ। চন্দ্র পৃষ্ঠে অবতরণকারী আর্মষ্ট্রং ও এলড্রিনের শীতাতপ হইতে রক্ষাকারী ৬ লক্ষ ডলার মূল্যের চন্দ্রে ছাড়িয়া আসা পোষাক তাহাদের চর্মের সাক্ষ্যরূপে আজও চন্দ্র পৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছে।

যাহারা কুরআনকে আল্লাহ্তায়ালার বাণী বলিয়া মানিতে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগেরই দ্বারা উক্ত নিদর্শন প্রকাশ করিয়া আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনের সত্যতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করিয়াছেন। যাহারা এই অসাধ্য সাধন করিয়াছে, তাহারা প্রশংসার পাত্র হইলেও, পূজার পাত্র নহে। উপাসনার পাত্র একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা, যিনি মানবকে জ্ঞানে ভুষিত করিয়াছেন।

و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون

"এবং আমরা জিন (অদ্ভুতকর্মা মানুষ) ও (সাধারণ) মানুষকে সৃষ্টি করি নাই, পরন্তু আল্লাহ্‌-তায়ালার এবাদত করিতে।" আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত খাজনা নহে। পরন্তু ইহা তাহাকে জ্ঞানের বিকৃত বিকাশ ও মন্দ ফল হইতে রক্ষা করিবে। ইহা তাহার জন্য রক্ষা কবচ স্বরূপ। নচেৎ তাহার ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে সতর্কবাণী দিয়াছেন—

قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا ٥ الذين ضلا سعيهم فى الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ٥ اولئك الذين كفروا بايت ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم -

"বল ঃ আমরা কি তোমাদিগকে বলিব আমলের দিক হইতে কাহারা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ? যাহাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনের জন্য নষ্ট হইয়াছে এবং তাহারা মনে করে তাহারা শিল্পে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। ইহারাই তাহারা, যাহারা তাহাদের রবের নিদর্শন সমূহ এবং তাহার সহিত সাক্ষাতে অবিশ্বাস করিয়াছে আমরা তাহাদের কার্যে কোন মূল্য দিব না।"

(সুরাআল-কাহাফ—২২শ রুকু)।

বিজ্ঞানে উন্নতিশীল জাতি তাহাদের উন্নতির আগ্নেয় অস্ত্রগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

و تركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض و نفخ فى الصور فجمعنهم جمعا ٥ و عرضنا جهنم يومئذ للكفرين عرضا ٥

"এবং আমরা সেদিন ছাড়িয়া দিব তাহাদের কতক (দলকে) অপরদের বিরুদ্ধে, এবং বিগল (যুদ্ধের বাজনা) বাজানা বাজিবে। তখন আমরা তাহাদিগকে একত্রিত করিব। এবং সেদিন আমরা অবিশ্বাসীগণের মুখের উপর দোযখকে তুলিয়া ধরিব।"

যাহাদের হস্তে আজ পবিত্র কুরআনের এককালীন অনেকগুলি নিদর্শন প্রকাশিত হইল, তাহাদের কর্তব্য বিশ্বের প্রভুর সম্মুখে মস্তক অবনত করা। পবিত্র কুরআনে বাহ্যতঃ যে অসম্ভব সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, উহা যাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাধন করিয়াছে, তাহাদের কর্তব্য মুখ ও হৃদয় দিয়া সে সত্যকে স্বীকার করা ও গ্রহণ করা। খুল্র অভিযানে তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য যাহা ঘটনাকালীন টেলিভিশনে বহু লোক ত্যক্ষ করিয়াছে এবং রেকর্ড হইয়া রহিয়াছে, উহা রদ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পবিত্র কুরআনের সত্যতার যে সক্ষ্য দিয়াছে, আজ সেই পবিত্র কুরআনকে সত্য বলিয়া মানিতে ও গ্রহণ করিতে তাহাদিগের মুখে ও হৃদয়ে কুণ্ঠা কেন? হায়! তাহারা যদি বুঝিত ইহাতেই তাহাদের সফলতা ও নিরাপত্তা নিহিত রহিয়াছে।

উক্ত নিদর্শন অবিশ্বাসীদের হস্তে পূর্ণ করার এক কারণ এই যে মুসলমানগণ দ্বারা উক্ত অভিযান ঘটিলে, বিরুদ্ধবাদী ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ পরিষ্কারভাবে উহা অস্বীকার করিত, যেমন একদল মুসলমান আলেম এখন করিতেছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় আল্লাহ্‌-তায়ালা তাহাদিগের ধর্মের সত্যতার যে নিদর্শন বিরোধীদের হস্তে প্রকাশ করিয়াছেন, উহাকে তাহারা অস্বীকার করিতেছে। ইহার ফল কি দাঁড়াইতেছে তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। এমনি তাহাদিগের বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম ও তাঁহার অস্তিত্বের যে নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে, উহা উপলব্ধি করিয়া বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলেরই তাঁহার দ্বারে প্রণত হওয়া কর্তব্য। সকল প্রশংসা এবং গৌরব তাঁহারই জন্য।

★

॥ হিজরী শামসী ॥

আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাঈল

হিজরী সামসী বর্ষ উৎপত্তির ইতিহাসে এক নূতন সংযোজন। এ সন ১৯৩৯ ইসাব্দে চালু হলেও এর জের টানা হয়েছে হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর হিজরতের বছর থেকে। হিজরী কামরী, চান্দ্র বছর হিসেবে চালু আছে আর হিজরী শামসী সৌর বছর হিসেবে চালু হলো। তদনুযায়ী হিজরী কামরী হিসেবে ১৩৮৯ চলছে আর হিজরী শামসী অনুযায়ী চলছে ১৩৩৮ সন। কিন্তু প্রশ্ন হলো হিজরী কামরী চালু থাকা সত্বেও কেন হিজরী শামসী চালু করা হোল? আপত্তি তোলেন অনেকে। যেমন আপত্তি তুলেছেন আমার স্কুল জীবনের শিক্ষক জনৈক হেড মৌলবী সাহেব, যার স্নেহচ্ছায়া হতে আমি কোন দিনই বঞ্চিত হই নি। তাঁর আপত্তির উত্তরে আমি যা তখন বলেছি তার তিনি কোন প্রত্যুত্তর করেন নি। আমি বলেছি, স্যার খ্রীষ্টানদের চালুকৃত সনের পরিবর্তে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার স্মরণে এ চালুকৃত সন কি উত্তম হলো না? মুসলমানদের উন্নতির সাথে সাথে খ্রীষ্টানদের চালুকৃত সনের অবলোপ হবে এ ভাবেই, চিন্তা করে দেখুন।"

হিজরী শামসী সনের প্রচলন করেছেন হযরত ফজলে ওমর মীর্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)। হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাজিঃ) প্রচলন করেন হিজরী কামরী আর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-এর দ্বিতীয় খলিফা হযরত মীর্যা বশীর উদ্দিন (রাজিঃ) প্রচলন করলেন হিজরী শামসী। কি আশ্চর্য যোগাযোগ।

এর পূর্বে অনেক বাদশাহই সৌর বছরের প্রচলন করতে চেয়েছেন, করেছেনও; কিন্তু সফল কাম্য হননি, নতুবা তাঁর জীবনাবসানের সাথে সাথে তাঁর প্রবর্তিত সনেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। এমনই ঘটেছে টীপু সুলতান ও মালিক শাহের জীবনে। পাক-ভারতীয় হিসেবে আমরা টীপু সুলতান সম্বন্ধে সম্যক অবহিত; কিন্তু সেলজুক সুলতান মালিক শাহ সম্বন্ধে অনেকেই অবহিত নন এবং আমরা অনেকেই এও অবহিত নই যে, উভয়ই সৌর বছর চালু করেছিলেন বা করতে চেয়েছিলেন। মালিক শাহ ছিলেন, পরাক্রমশালী সিংহপুরুষ আলাপ আরসালানের জ্যৈষ্টপুত্র। মালিক শাহ পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে তার পিতা ও পিতামহ কর্তৃক নিয়োজিত প্রধান মন্ত্রী নিযাম আলমুলককে নির্দেশ দিলেন, "খুজে বের করুণ ঐ ছোকরাকে, যে, ভবিষ্যদ্বানী করেছিল" দুই বাদশাহ যুদ্ধে মোকাবেলা করছেন। দৈব ঘটনা হচ্ছে পূর্ব দেশের বাদশাহর ভাগ্য সুপ্রসন্ন আর পশ্চিমের বাদশাহর ভাগ্য বিপর্যয়। তবে মৃত্যুর অমঙ্গল দু'জনের উপরই ঝুলছে।" এতে ইঙ্গিত পাওয়ার যায় আলাপ আরসালানের মৃত্যুর পর সুলতান হবেন মালিক শাহ। উক্ত ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন "জ্ঞান দর্পন নামে খ্যাত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ওস্তাদ আলীর আশ্রিত তার সর্বকনিষ্ট শিষ্য ওমর বিন ইব্রাহীম খৈয়াম। ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী ঘটনা যখন ঘটল মালিক শাহ নিযামকে নির্দেশ দিয়ে উৎসুক প্রতিক্ষায় উদগ্রীব হয়ে রইলেন। অবশেষে খুজে বের করে তাকে উপযুক্ত কাজে লাগান হোলে। জ্যোতিষ শাস্ত্র, গনিত শাস্ত্রের দুরহ সমাধান সমূহ তিনি করতে শুরু করলেন; তাঁর সাহায্য নিয়োগ করা হোল বয়োবৃদ্ধ বিভিন্ন পণ্ডিতদের। অবশ্য তখনও

ওমরের বয়স ত্রিশ অতিক্রম করেনি। মালিক শাহ ও তিনি প্রায়ই সমবয়সী ; দু'জনই বয়সে তরুণ।

বয়োবৃদ্ধ নিযাম, পণ্ডিত নিযাম জ্ঞানের উপাসক নিযাম, দুবদর্শী নিযাম অতঃপর মালিক শাহকে উদ্বুদ্ধ করে ইব্রাহীম তনয় ওমর খৈয়ামকে সৌর বছরের নির্ঘণ্ট তৈরী করতে নির্দেশ দেন। ওমর খৈয়াম এমন নির্ঘণ্ট তৈরী করলেন যা আজকের হিসেবের সাথে ১৯'৪৫ সেকেণ্ডের ব্যবধান দাঁড়ায়। চিন্তা করুণ, যখন কোন উন্নত মানের যন্ত্রাদি ছিল না, তখন খৈয়াম ওমর যে, নির্ঘণ্ট তৈরী করেন তা আজকের (কথিত) সঠিক হিসেবের কত কাছাকাছি ?

নিযাম সোনার জালে পঞ্জিকাটার একটা প্রতিলিপি তৈরী করিয়ে লাল রেশমী কাপড়ে বাঁধাই করে নিলেন। রেশমী আচ্ছাদনের উপর সুতোর কারুকার্য করা একটা স্বস্তিক বানিয়ে দেওয়া হোল। নিযাম স্বয়ং পঞ্জিকাটা মালিকশাহকে হস্তান্তরিত করতে করতে বললেন, "হে প্রাচ্য প্রতীত্যের প্রভু! আপনার হুকুমে আপনার দাসেরা আগেকার পরিমাপ ভুল প্রমাণ করে নূতন করে কালের পরিমাপ করেছে। ভাবী কালের সেই খাঁটী পঞ্জিকা আপনার খেদমতে হাজির করে দিলাম। এই পঞ্জিকা মানব জাতির অস্তিত্বকাল পর্যন্ত প্রচলিত থাকবে।" নিযাম কথিত ঐ সনের নাম রাখা হয় জালালী অব্দ। উল্লেখ-যোগ্য যে, মালিক শাহের অপর নাম জালালশাহ।

কিন্তু নিযামের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি; মালিক শাহের জীবনকাল পর্যন্তই ঐ সন প্রচলিত ছিল। মালিক শাহের জীবনকালে আলেম সমাজ এই পঞ্জিকার প্রচলনে বিরোধিতা করলেও সরাসরি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে সাহস পাননি। তদানীন্তন অধিকাংশ আলেম সৌর বছরের হিসেবে সন প্রচলনের বিরোধী ছিলেন। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। হঠাৎ মালিক শাহ পরলোকগমণ করলে তৎপুত্র বাক ইয়াররুক শাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তিনি আলেম সমাজ ও স্বার্থান্বেষীদের মুঠোর মধ্যে চলে গেলেন। অপর দিকে এর বহুপূর্বে নিযাম ও পরলোকগমণ করেছেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক বলতে কেউ রইল না। বড় কথা তিনি কারো তোষামোদ করতে জানতেন না। এতদিন তাঁর ভাগ্যই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল। মালিক শাহের মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হলো। আলেম সমাজের জ্বালাময়ী ও উত্তেজক বক্তৃতায় উন্মত্ত হয়ে জনতা তার গবেষণাগার ও মানমন্দির ভস্মীভূত করে দেয়। এই ভাবেই এক বিরাট সাধনার পরিসমাপ্তি হয়। নিরুদ্দেশ হয়ে যান ওমর খৈয়াম, এরপর কেউ কোন দিন সন্ধান পায় নি তাঁর। তখন বয়স তাঁর চল্লিশ অতিক্রম করেছে মাত্র।

পরবর্তীকালে খ্রীষ্টান পণ্ডিতরা তাদের জাগরনের সময় যে উন্নতমানের পঞ্জিকা তৈরী করেছেন তা ওমর খৈয়ামের ঐ নির্ঘণ্টের সাহায্যেই।

খলিফা ওমর (রাজিঃ) হিজরী কামরীর প্রচলন কারী। ওমর খৈয়াম সৌর বছর অনুযায়ী জালালী অব্দের স্রষ্টা। কিন্তু তিনি সফলকাম্য হতে পারেন নি আলেম সমাজের বিরোধিতার কারণে। আজ খ্রীষ্টান পাণ্ডিতদের দ্বারা খ্রীষ্ট ও প্রচলিত অব্দ আমরা সকলে অফিস আদালতে ঘরে বাইরে ব্যবহার করছি। আজ কোন বিরোধ নাই। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নামে যদি সেই সন প্রচলিত হোত হয়ত তখন বাধা আসত না। হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শানকে ও তাঁর স্মৃতিকে আরো জাগরুক করার জন্য তাই ফজলে ওমর হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ হিজরী শামসী সনের প্রচলন করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)-এর এলহামী নাম ফজলে ওমর যেমন ইয়াকুব (আঃ)-এর ইলহামী নাম ইসরাইল। খ্রীষ্টানদের প্রচলিত সন হযরত ঈসা (আঃ) এর স্মৃতিকে জাগরুক রাখলেও প্রচলিত মাসগুলির নাম ইউরোপীয় প্যাগামদের (পৌত্তলিকদের) দেবতার

নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু হিজরী শামসীর মাস গুলির নাম অনন্তকাল ধরে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মহান স্মৃতি বহন করবে। ইনশাল্লাহ্। হিজরী শামসীর মাসগুলি হোল (১) সুলেহ (জানুয়ারী) এই মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তী কালে ইসলামের জন্য মঙ্গলজনক হয়েছিল। (২) তবলিগ (ফেব্রুয়ারী) এই মাসে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আরবের আশেপাশের বাদশাহ্দের ইসলামে আহ্বান করে পত্র লিখেন। (৩) আ'মান (মার্চ) এই মাসে শেষ বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয় এবং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) শান্তির ঘোষণা করেন। (৪) শাহাদত (এপ্রিল) এই মাসে ইসলামের শত্রুরা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ধোকা দিয়ে ৭৭ জন সাহাবীকে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। (৫) হিজরত (মে) এই মাসে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় আগমন করেন। (৬) এহসান (জুন) হাতেমতাই বিখ্যাত দাতা ছিলেন। রসুলুল্লাহ্র দরবারে তাঁর বংশধরেরা বন্দী হয়ে এলে হাতেমতাই -এর স্মরণে তাদের বিনা পনে মুক্তিদান করেন। (৭) ওফা (জুলাই) এই মাসে জাতুররেকাব যুদ্ধে সাহাবী কেরাম (রাজিঃ)-রা আদর্শ-সততা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন। (৮) যহুর (আগষ্ট) এই মাসে আরবের বাইরে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। (৯) তবুক (সেপ্টেম্বর) বিখ্যাত তবুকের যুদ্ধ এই মাসে সংঘটিত হয়। (১০) (অক্টোবর) আনছার ও মোহাজেরদের মধ্যে এই মাসে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন হয়। (১১) নবুয়ত (নভেম্বর) এই মাসে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নবুয়ত লাভ করেন। (১২) ফাতাহ্ (ডিসেম্বর) এই মাসে মক্কা বিজিত হয় এবং ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হযরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) হিজরী কামরী সনের প্রচলন করলেও অতীত আরবে প্রচলিত মাসগুলির নামের কোন পরিবর্তন করেন নি।

ওমর (রাজিঃ) হিজরী কামরী সনের প্রচলন করেন। ওমর খৈয়ামাক সৌর বছরের স্রষ্টা বললে অত্যুক্তি হয় না ; কিন্তু তার সন প্রচলিত থাকল না ; তার সন প্রচলিত থাকল না আল্লাহ্রই ইঙ্গিতে কারণ আল্লাহ্ চেয়েছেন হিজরী শামসী সনের প্রচলন করবেন মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-এর দ্বিতীয় খলিফা ফজলে ওমর (রাজিঃ) দ্বারা।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এই বৎসর রাবওয়ায় জামেয়া আহ্মদীয়ার গ্রীষ্মের ছুটির পর অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্র ভর্তি শুরু হইবে। যাহারা ইসলামের সেবার জন্য জীবন ওয়াক্ফ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। ইণ্টারভিউতে উপযুক্ত বলিয়া প্রমানিত তাহাদিগকে শিক্ষা দানের জন্য জামেয়া আহ্মদীয়াতে ভর্তি করা হইবে। যোগ্যতা নুন্য কল্পে ম্যাট্রিক পাশ। আশা করি বন্ধুগণ ধর্মের খেদমতের এই স্বর্ণ সুযোগ হইতে ফায়দা উঠাইবেন এবং আল্লাহ্তায়ালার রহমত ও বরকতের উত্তরাধীকারী হইবেন।

॥ একটি সত্য ঘটনা ॥

প্রিয় ভাই-বোনেরা তোমাদের আজকে একটা সত্য ঘটনা শুনাচ্ছি। এই ঘটনাটি রসুল করীম (সাঃ) এর হাদিস মারফৎ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ঘটনাটি এই যে "হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি রসুল করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, বনি ইস্‌রাইল গোত্রের তিন জন যার মধ্যে একজন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, দ্বিতীয়জন টেকো এবং তৃতীয় জন অন্ধ ছিল। আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের তিনজনকে পরীক্ষা করার জন্য একজন ফেরেস্তাকে মানুষের রূপে পাঠালেন। প্রথমে সে (ফেরেস্তা) কুষ্ঠরোগাক্রান্তর কাছে আসল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমার সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিষ কি? সে বল্ল, সুন্দর রঙ এবং সুশ্রী কোমল চামড়া, যদ্বারা আমার অসুন্দরতা দুর হয়ে যায়, যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করে থাকে। অতঃপর ফেরেস্তা তার উপর হাত বুলিয়ে দিল। হাত বুলানর পর তার সমস্ত রোগ দুর হয়ে গেল এবং সে সুন্দর রঙ ও কোমল চামড়ার অধিকারী হল। অতঃপর ফেরেস্তা বল্ল যে, "তোমার কাছে কোন ধন সবচেয়ে প্রিয়?" সে উট অথবা গাভীর নাম নিল। তাকে দশটা গর্ভবতী উটনি দেওয়া হল। তারপর ফেরেস্তা দোয়া করল, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তার মালে বরকত দান করেন। এরপর সে (ফেরেস্তা) টেকোর কাছে গেল এবং তাকে বল্ল, তোমার সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিষ কি? সে জওয়াব দিল, সুন্দর চুল এবং টাকের রোগ হতে মুক্তি পাওয়া। অতঃপর ফেরেস্তা তার মাথায় হাত বুলাল। হাত বুলানর পর তার টাকের রোগ দুর হয়ে গেল। ফেরেস্তা তাকে জিজ্ঞাসা করল "তোমার কাছে কোন ধন সবচেয়ে প্রিয়?' সে বল্ল, গাভী। ফেরেস্তা তাকে কতক গর্ভবতী গাভী দিল। তারপর ফেরেস্তা আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে তার ধনের বরকতের জন্য দোওয়া করল। অতঃপর সে অন্ধের কাছে গেল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, তার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিষ কি? সে জওয়াবে বল্ল আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন. যাতে আমি মানুষকে দেখতে পাই। ফেরেস্তা তার চোখের উপর হাত বুলাল। এইভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে দৃষ্টি শক্তি

ফিরিয়ে দিলেন। তারপর ফেরেস্তা জিজ্ঞাসা করল যে, তোমাদের কাছে কোন ধন সবচেয়ে প্রিয়। সে বল্ল, ছাগল। অতঃপর তাকে বেশী বাচ্ছা দেয় এইরকম কিছু ছাগল দেওয়া হল। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর উট, গাভী, ছাগল দ্বারা উপত্যকা ভরে গেল। এরপর ফেরেস্তা আবার কুষ্ঠ রোগাক্রান্তর কাছে প্রথম যে বেশে এসেছিল সেই বেশেই আসল। সে তাকে বল্ল, আমি একজন গরীব মানুষ। আমি সর্বহারা। খোদাতায়ালা ছাড়া আর কেউ আমার সাহায্যকারী নাই। আমি সেই খোদাতায়ালাকে সাক্ষী রেখে একটা উট চাচ্ছি যে তোমাকে সুন্দর রঙ, কোমল চামড়া দান করেছেন, যদ্বারা আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারি। অতঃপর সে বল্লঃ আমার উপর অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আমি প্রত্যেককে কি ভাবে দান করতে পারি। মানুষরূপে ফেরেস্তা তখন বল্ল, তুমি কি সেই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত গরীব নও যাকে মানুষ ঘৃণা করত? আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে স্বাস্থ্য এবং মাল দান করেছেন। সে বল্ল ধন দৌলত আমি আমার পূর্ব পুরুষ হতে উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছি। অর্থাৎ তার পূর্ব পুরুষও ধনী ছিল। অতঃপর ফেরেস্তা বল্ল যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তা'হলে আল্লাহ্তায়ালা যেন তোমাকে পূর্বের ন্যায় করে দেন। তারপর সে টেকোর কাছে আসল এবং তাকেও সেই কথাই বল্ল যে কথা প্রথম ব্যক্তির কাছে বলেছিল। সেও প্রথম ব্যক্তির ন্যায় জওয়াব দিল। অতঃপর ফেরেস্তা বল্ল, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তা'হলে আল্লাহ্তায়ালা যেন তোমাকে পূর্বের ন্যায় করে দেন। তারপর সেই ফেরেস্তা অন্ধ ব্যক্তির কাছে সেই বেশেই উপস্থিত হল এবং তাকে বল্ল, আমি একজন গরীব মুসাফির মানুষ। আমি সর্বহারা। আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য ব্যতীত আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারব না। আমি সেই খোদাকে সাক্ষী রেখে বলছি, যে খোদা তোমাকে তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাকে ধন দৌলত দান করেছেন আমাকে কিছু দান কর। তখন সেই ব্যক্তি বল্ল, আমি অন্ধ ছিলাম খোদাতায়ালা আমাকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি গরীব ছিলাম আমাকে ধন দৌলত দান করেছেন। যত ইচ্ছা এই ধন হতে নিয়ে নাও এবং যতটুকু চাও রেখে যাও। সব জিনিষ তাঁরই দেওয়া। খোদার কসম আজকে যা কিছু এর মধ্য হতে নেবে তার জন্য আমার কোন রকমের দুঃখ, বা কষ্ট হবে না। অতঃপর মানুষরূপে ফেরেস্তা বল্ল, নিজের ধন নিজের কাছে রাখ। এটা'তে তোমার পরীক্ষা ছিল। আল্লাহ্তায়ালা তোমার উপর সন্তুষ্ট এবং তোমার অন্য সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি সেই মহান খোদার রহমতের এবং তারা খোদার ক্রোধের অংশীদার হয়েছে।

আমার প্রিয় ভাই বোনেরা তোমরা উক্ত ঘটনা হতে বুঝতে পেরেছ যে খোদাতায়ালার নেয়ামতকে স্বীকার করলে এবং মিথ্যা না বললে আল্লাহ্তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং যে তাঁর নেয়ামতের অস্বীকার করে এবং মিথ্যা বলে, সে ক্রোধের অধিকারী হয়। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য যেন আমরা সব সময় আল্লাহ্তায়ালার শুকর আদায় করি এবং কখনও মিথ্যা না বলি, আমরা যেন আল্লহ্তায়ালার রহমতের অধিকারী হই তাঁর ক্রোধের অধিকারী না হই। অবশেষে এই দোয়া করে শেষ করছি যে, আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সৎকাজ করার তৌফিক দান করেন। আমিন।

"ভাইজান"

॥ প্রশ্নোত্তর বিভাগ ॥

এবারের প্রশ্ন

১। হযরত রসুল করীম (সাঃ) কত বৎসরে প্রথম বিবাহ করেন ?

২। হযরত রসুল করীম (সাঃ) প্রথম স্ত্রীর নাম কি ?

৩। নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি কোন গুহায় ইবাদত করতেন ?

৪। তিঁনি কত বৎসর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন ?

৫। সর্ব প্রথম কে তাঁহার উপর ঈমান আনেন ?

গেল বারের উত্তর

১। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পিতা তার জন্মের ছয়মাস পূর্বে মারা যান এবং তার মাতা তাঁর জন্মের ছয় বৎসর পর মারা যান।

২। তাঁর দাদার নাম হযরত আবদুল মুত্তালিব।

৩। যখন রসুল করীম (সাঃ)-এর বয়স ৮ বৎসর তখন তরে দাদা মারা যান।

৪। দাদার মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর চাচা হযরত আবু তালেব লালন পালন করেন।

৫। তিনি বাণিজ্য উপলক্ষে সর্ব প্রথম ১২ বৎসর বয়েসে হযরত আবু তালেবের সাথে সিরিয়া (শাম) গমন করেন।

যারা ঠিক উত্তর দিয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে :—

সেলিনা আখতার বেগম, মোঃ আলামিন, রৌশন আক্তার বেগম, হোসনেয়ারা বেগম, খালেদা আখতার, রাবেয়া আখতার বেগম, মাজেদা আখতার বেগম, আমজাদ হুসায়েন, গুলশাহানারা বেগম, হাসিনা বেগম, ওয়াহিদুর রহমান, আনিসুর রহমান, তৌফিক আহ্‌মদ, হারুনুর রশীদ, মোঃ জাহাঙ্গীর।

আশুলিয়া (ঢাকা) হতে :—রাবেয়া খাতুন।

রংপুর হতে :—মোজাফর হোসেন, মোহাব্বত হোসেন।

ময়মনসিং হতে—আশরাফুজ্জামান, আবদুল হান্নান।

যাদের একটা ভুল হয়েছে

নারায়ণগঞ্জ হতে :—খালেদ বিন কাসেম, আবদুল কাদির, সাইদা খানম, আবদুল বাতেন।

ময়মনসিং হতে :—আতাহারুজ্জমান, মোসাম্মৎ পারভীন, এনামুল হাকিম, শাহীনা হাকিম, মমতাজ বেগম, হাবিবুল হক, আসাদুল্লাহ্‌, আশেক উল্লাহ্‌।

কুমিল্লা হতে :—ফিরেজা বেগম, ইয়াকুব লস্কর, আনোয়ার ইসলাম, মোসাম্মৎ মোহসেনা খানম।

চট্টগ্রাম হতে :—আমতুল কাইয়ুম, কামাল উদ্দিন, আমতুল লতিফ।

রংপুর হতে :—গিয়াস উদ্দিন আহ্‌মদ, মাহ্‌বুবউল ইসলাম।

কুষ্টিয়া হতে :—মাহমুদুল হাসান।

★

সংবাদ

হযরত সাহেবের স্বাস্থ্য

রাবওয়াহ হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, হযরত আকদাস আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে ভাল রহিয়াছে। হুজুর কয়েকদিন রাবওয়ার বাহিরে ছিলেন। বন্ধুগণ হযরত সাহেবের স্বাস্থ্যর উন্নতি এবং দীর্ঘায়ুর জন্য দোওয়া জারী রাখিবেন।

দুইজন আহমদী মোবেল্লেগের ইন্দোনেশিয়া গমণ

অমাদের দুইজন মোবাল্লেগ জনাব হাফিজ কুদরতউল্লা ও জনাব মির্যা মোহাম্মদ ইদ্রিস ইন্দোনেশি-শিয়ার পথে তিন দিন ঢাকায় অবস্থান করেন। তাঁহারা গত ২৫শা জুলাই ইসলামিক একাডেমীতে "ইউরোপে ইসলাম" শীর্ষক সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। সকল ভ্রাতা ভগ্নীগণ এই দুই মোজাহেদে ইসলামের জন্য দোয়া করিবেন।

আমীর সাহেবের উত্তর বঙ্গ সফর

জনাব প্রাদেশিক আমীর সাহেব এক পক্ষ কালে উত্তর বঙ্গ জমাত সমূহ পরিদর্শণের পর সম্প্রতি ঢাকায় ফিরিয়াছেন।

প্রাদেশিক শুরা

আগামী ৬ ও ৭ই আগষ্ট মোতাবেক শনি ও রবিবারে প্রদেশিক আঞ্জুমানের শুরা অনুষ্ঠিত হইবে। জামাতের পক্ষ হইতে শুরায় আলোচনার জন্য কোন প্রস্তাব থাকিলে উহা এই মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত প্রাদেশিক আমীর সাহেবরে নিকট পৌঁছানোর অনুরোধ জানান হইতেছে।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার জ্ঞাতব্য

খেদ্দামুল আহমদীয়ার সদর জনাব সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া হইতে রিতিমত রির্পোট পাওয়া যাইতেছে না। মাত্র ৪।৫ মজলিশ ছাড়া অন্যেরা এদিকে মোটেই দৃষ্টি দিতেছেন না। ইতিপূর্বে সার্কুলার ছাড়া পাক্ষিক আহমদীর মাধ্যমে কায়েদ সাহেবানদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করা হইয়াছে।

তবলিগ দিবশ পালন

টাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে সাফল্য জনক তবলিগী দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ধামরাইয়ের রথ মেলায় বহু পুস্তক বিতরণ করা হয়। ইহা ছাড়া ঢাকায় নন মুসলিমদের মধ্যে বিশেষ করে একদিন তবলিগ করা হয়।

একজন বৌদ্ধ ভ্রাতার আহমদীয়াত গ্রহণ

পর্বত্য চট্টগ্রামের একজন বৌদ্ধ বন্ধু সম্প্রতি আহমদীয়াত গ্রহণ করিয়াছেন। জমাতের ভ্রাতা ভগ্নীদের নিকট এই নও মুসলিম ভ্রাতার ঈমান বৃদ্ধির জন্য এবং তাহার এলাকায় ইসলাম প্রসারের জন্য বিশেষ দোয়ার আবেদন জানান হইতেছে।

দোওয়ার আবেদন

কুষ্টিয়া আনঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব ডাক্তার আমীর হোসেন সাহেবের পুত্র বশির উদ্দিন সাহেব বহুদিন হইতে অসুস্থ, তিনি রোগ মুক্তির জন্য সকলের নিকট দোয়ার দরখস্ত জনাইতেছেন।

ফাজিলপুর আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ডাক্তার আলী আহমদ সাহেব খুবই অসুস্থ। তিনি রোগ মুক্তি ও স্বাস্থ্য লাভের জন্য দোয়ার আবেদন জানাইতেছেন।

আহমদী জগৎ

সৈয়দ মীর মাসউদ আহ্‌মদ সাহেব ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার পথে গত ১২ই জুন রাবওয়া ত্যাগ করেন। উক্ত মাসেই জনাব কোরাইশী মোহাম্মদ আসলাম মারিশাস যাত্রা করেন। বন্ধুরা দুই মোজাহেদে ইসলামের কামিয়াবির জন্য বিশেষ করিয়া দোয়া জারী রাখিবেন।

টাঞ্জানিয়া :—

দারউস সালামে টাঞ্জানিয়া আহমদীয়া মুসলিম মিশনের কেন্দ্র। সেখানকার মিশনারী জনাব জামিলুর রহমান রফিক সাহেব পনের দিন পর্যন্ত বিভিন্ন জমাত পরিদর্শণ করেন। আরঙ্গায় (একজন গায়ের আহমদী) রিজিওন্যাল পুলিস অফিসার তাঁহাকে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিবার সাদরে অমন্ত্রণ জানান। সেখানকার খ্রীষ্টান মিশনের সেক্রেটারী সহিত ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা হয়। পুস্তকাদি বিতরণ করা হয়। সোহায়েলী ভাষায় রিতিমত পত্রিকা প্রকাশ হইতেছে। মরু গুরে মিশন হাউজ নির্মাণ হইয়াছে। মসজিদ তৈয়ারির কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

কেপটাউন :

কেপটানি হইতে "আলবুসরা ও আল আসর দুইখানা পত্রিকা প্রকাশ হইতেছে। ইদানিং তথায় ৮০০০ কপি উক্ত পত্রিকা ও ৪০০ কপি পুস্তক বিতরন করা হইয়াছে। দারুত তবলীগে রিতিমত কোরআন হাদীস ও হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তকের দরস হয়।

লাজনা, খোদ্দাম ও আতফালুল আহমদীয়ার সংঘঠন ও কায়েম হইয়াছে।

স্কাণ্ডেনেভিয়া :—

নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কে আমাদের অনারারী মিশনারীগণ প্রচার কাজে লিপ্ত আছেন। তথাকার মিশনের কেন্দ্র কোপেনহেগনে আহ্‌মদী মহিলাদের প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফলে তথাকার জনসাধারণের মনে ইসলামে নারী জাতির স্থান সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা ছিল ক্রমশঃ তাহার অপনোদন হইতেছে। আমাদের মিশনারী জানাইয়াছেন যে, "এই দেশের অধিবাসীরা ইসলাম সম্বন্ধে জানিবার জন্য আগ্রহশীল। উপমা স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, 'চার্চ' সোসাইটি কর্তৃক একটি ইসলামিক কমিশন কায়েম করা হইয়াছে, উক্ত কমিশন আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিতেছে। তাঁহারা "ডেনমার্কে ইসলাম" নামক একখানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

আহ্‌মদীয়া জমাত কর্তৃক ডেনিস ভাষার অনুদিত কোরআন শরীফ খুবই খ্যাতি লাভ করিতেছে। আহ্‌মদীয়া গেজেট ব্যতীত একটিভ ইসলাম তিন ভাষায় প্রকাশ হইতেছে। আমাদের মিশনারী মাহমুদ আরাকসান ইদানিং গোয়েটবার্গ সফর করিয়াছেন। সেখানে ২০ জন বন্ধু আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করিয়াছেন। (আলহামদুলিল্লাহে আলা যালেকা) মৌঃ গোলাম আহমদ নাইয়ার ও মৌঃ আবদুস সালাম মেডসন ওয়াকফে আরজীর কাজ সমাধা করিয়া নিজ নিজ মিশনে ফিরিয়াছেন। সুইডেন নিবাসী ভ্রাতা মাহমুদ সাইফুল ইসলাম এই বৎসর হজ্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

পশ্চিম জার্মানী :—

ফ্রাঙ্কফোর্ট মিশনে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে ফ্রাঙ্কফোর্টের মেয়র ছাড়া উচ্চ সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, অধ্যাপক ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ইহাতে যোগদান করেন। আলহাজ্ব

চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব ৬টি অধিবেশনে যোগদান করেন। তথায় একটি প্রেস কনফারেন্সও অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় রেডিও ষ্টেসন হইতে চৌধুরী সাহেবের ইন্টারভিউ প্রচারিত হয়। ভ্রাতা মাহমুদ ইসমাঈল জাদস মিশনের দশ বৎসরের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করেন।

ইন্দোনেশিয়া ঃ—

বাণ্ডুং ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মোবাল্লেগ জনাব আবদুল হাই সাহেবকে আহ্বান জানান। আমাদের মিশনারী সাদরে তাঁহার আহ্বান গ্রহণ করেন এবং আলোচনা সভার বন্দোবস্ত করেন। উক্ত আলোচনায় সাওয়াল ও জওয়াবের বন্দোবস্ত ছিল।

আল্লাহ্‌র ফজলে এই আলোচনার ফলে শিক্ষিত সমাজে সহজে আহমদীয়াত তথা ইসলামের বিরাট প্রচার হয়।

ঘানা ঃ—

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে আমাদের ঘানার মিশন সবচেয়ে বেশী প্রগতির পথে। মসজিদ সেখানে ১৬০টির উপর। বিভিন্ন মিশনে "ইয়াওমে খেলাফতের" জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বড় জলসা হয় সপ্তপণ্ড মসজিদে হয়। উক্ত জলসায় জনাব মসউদ জনস, জিবরিল সাঈদ ও আবদুল হাকিম সাহেব বক্তৃতা করেন। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন আলহাজ্জ আবু ওয়াহমা। জলসার পূর্ণ বিবরণ "টেলিগ্রাফ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

★

শোক সংবাদ

মোঃ নূরুল আলম (ইন্‌স্পেক্টর বায়তুলমাল) সাহেবের পিতা তারুয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রবীন আহমদী জনাব আফসার উদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব গত ১২ই জুলাই সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ইহলীলা ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ৭৫ বৎসর ছিল। তিনি রীতিমত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিতেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করিতেন। যতদিন চলাফেরায় শক্তি ছিল প্রায়ই মসজিদে বা-জামাত নামাজ আদায় করিতেন। আমরা মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি এবং পরজগতে তাঁহার উন্নতির দোওয়া করিতেছি।

০ ০ ০ ০

বিষ্ণুপুর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রবীন আহ্‌মদী মৌলভী আসাদ উদ্দিন আহ্‌মদ গত ১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ছিল ৬৭ বৎসর। মরহুম মুসী ছিলেন। তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রাখিয়া গিয়াছেন।

আমরা মরহুমের স্ত্রী সাহেবা, সন্তান সন্ততি ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি পেশ করিয়া তাঁহার উচ্চ মার্গের জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 20·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*